১

জাতীয় আয় : ধারণা
National Income : Concepts

একটি রাষ্ট্রে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার জন্য সামগ্রিক উৎপাদন ও আয়কে দেখার চেষ্টা করা হয়। জাতীয় আয় ধারণার ব্যবহার এভাবেই অর্থশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জাতীয় আয় আলোচনায় যে ধারণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো এই ইউনিটে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

❖পাঠ-১ : **মোট দেশজ উৎপাদনের বিভিন্ন ধারণা এবং সম্পর্ক**

❖পাঠ-২ : **জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ**

❖পাঠ-৩ : **প্রকৃত ও আর্থিক মোট দেশজ উৎপাদন**

❖পাঠ-৪ : **মূল্য সূচক**

পাঠ-১

মোট দেশজ উৎপাদনের বিভিন্ন ধারণা এবং সম্পর্ক

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- মোট দেশজ উৎপাদন কি
- নিট দেশজ উৎপাদন কি
- ব্যক্তিগত আয় কি
- ব্যয়যোগ্য আয় কি
- মাথাপিছু আয় কি

একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার চলতি বাজার মূল্য তথা আর্থিক মূল্যকে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয় বলে। জাতীয় আয় হলো একটি প্রবাহমান ধারা, যার মধ্যে রয়েছে উৎপন্ন সামগ্রী প্রবাহ বা সমাজের মোট ব্যয়ের প্রবাহ এবং উৎপাদন কাজে নিযুক্ত উপকরণগুলোর আয়ের প্রবাহ।

জাতীয় আয়ের হিসাবের ক্ষেত্রে GNPসহ আরো কতগুলো ধারণা ব্যবহৃত হয়- মোট দেশজ উৎপাদন, নিট জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয়, ব্যক্তিগত আয় এবং ব্যয়যোগ্য আয়।

একটি দেশের উৎপাদন, নিয়োগ, দামস্তর নির্ধারণের পদ্ধতি বুঝতে হলে প্রথমে জাতীয় আয়ের হিসাব ও সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। জাতীয় আয়ের হিসাব বলতে প্রধানত মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product বা GNP)-এর হিসাবকে বোঝানো হয়। জাতীয় আয়ের হিসাবের ক্ষেত্রে GNPসহ আরো কতগুলো ধারণা ব্যবহৃত হয়- মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product, GDP), নিট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product বা NNP), জাতীয় আয় (National Incomeবা NI), ব্যক্তিগত আয় (Personal Incomeবা PI) এবং ব্যয়যোগ্য আয় (Disposable Income বা DI অথবা Disposable Personal Incomeবা DPI).

মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product, GDP)

আমরা জানি যে, অনেক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা শিল্প এবং ব্যক্তি বিদেশে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে বা সম্পত্তির মালিক হয়। এসব সম্পত্তি ও দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে ব্যক্তি বিশেষের আয় হয়। এই আয় যেহেতু বিদেশে অর্জিত হয়েছে সেহেতু ঐ আয় উপাদানের পারিশ্রমিক হিসাবে অভ্যন্তরীণ আয়ের মধ্যে নথিভুক্ত করা হয় না। কিন্তু মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে তা গণনা করতে হবে। অপরদিকে, বিদেশীরাও দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করে ও সম্পত্তির মালিক হয়। স্বভাবত এই বাবদ যে আয় হয় তা GNP গণনার সময় বিয়োগ করতে হবে। আয় এভাবে সমন্বয় করে নিট আয় ধনাত্মক হলে তা GNP-র হিসাবে আনতে হবে এবং নিট আয় ঋণাত্মক হলে তা GNP থেকে বাদ দিতে হবে। সুতরাং,

GDP=GNP- বিদেশ থেকে অর্জিত সম্পত্তি খাতে নিট আয়+দেশে অবস্থানকারী বিদেশীদের আয়

GDP থেকে অবপূর্তি ব্যয় বাদ দিলে নিট দেশজ উৎপাদন বা NDP পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, GDP এবং NDP দুটোই বাজার দাম বা উপাদান দামে হিসাব করা যায়।

ব্যক্তিগত আয় (Personal Income, PI)

জাতীয় আয় ব্যক্তিগত আয়ের সমষ্টি হলেও দেশের সমস্ত ব্যক্তির প্রাপ্ত আয় অর্জিত আয়ের তুলনায় কম হয়। এর কারণ ব্যক্তিকে তার অর্জিত আয় থেকে কর দিতে হয়। আবার হস্তান্তর পাওনা (Transfer Payment) জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও তা ব্যক্তিগত আয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাপ করতে হলে জাতীয় আয় থেকে কর বাবদ অর্থ বিয়োগ দিতে হবে এবং বিয়োগফলের সঙ্গে হস্তান্তর পাওনা যোগ করতে হবে। উল্লেখ্য, সবরকম হস্তান্তর পাওনা ব্যক্তিগত আয়ের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু নিট জাতীয় উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয় না। সুতরাং ব্যক্তিগত আয়=নিট জাতীয় উৎপাদন+হস্তান্তর পাওনা - অবন্টিত মুনাফা - সমষ্টিগত আয়কর - সামাজিক নিরাপত্তার জন্য অবদান।

ব্যক্তিগত আয়=নিট জাতীয় উৎপাদন+ হস্তান্তর পাওনা - অবন্টিত মুনাফা - সমষ্টিগত আয়কর - সামাজিক নিরাপত্তার জন্য অবদান।

একটি ছকের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আয়ের হিসাব দেখানো যায়।

	উপাদান		কোটি টাকায়
১.	জাতীয় আয়		১৭০০
২.	বিয়োগ (-)		
	(ক) কর্পোরেট আয়কর	১৩০	
	(খ) কর্পোরেট মুনাফার অবন্টিত অংশ	২২২	
	(গ) সামাজিক বীমার জন প্রদত্ত অংশ	৮৭	
৩.	যোগ (+)		
	(ক) হস্তান্তরিত আয়	৬০	
	(খ) নিট সরকারি সুদ	৬৩	
	ব্যক্তিগত আয় (PI)		**১১৩৮**

ব্যয়যোগ্য আয় (Disposable Income, DI)

ব্যক্তিগত আয় থেকে যাবতীয় ব্যক্তিগত কর বা প্রত্যক্ষ কর বিয়োগ দিলে আমরা ব্যয়যোগ্য আয় পাই। এক ব্যক্তি তার ব্যয়যোগ্য আয়ের একাংশ সঞ্চয় এবং অপরাংশ ভোগ করে। সুতরাং ব্যয়যোগ্য আয় থেকে সঞ্চয় বাদ দিলে আমরা ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় পাই।

ধরা যাক, ব্যক্তিগত আয় ১১০০, ব্যক্তিগত আয়কর ১৩০, ভোগ ব্যয় ৮১০, প্রদত্ত সুদ ২০ এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় ৯০। এবার আমরা জানব ব্যয়যোগ্য আয় কত?

যেহেতু ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত কর বাদ দিলে ব্যয়যোগ্য আয় পাওয়া যায়, সেজন্য এখানে ব্যয়যোগ্য আয় হবে-
ব্যক্তিগত আয় (১১০০)-ব্যক্তিগত আয়কর (১৩০)=৯৭০

মাথাপিছু আয় (Per Capita Income, PCI)

কোনো দেশের মোট জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। মাথাপিছু আয় দেশের জনগণের বার্ষিক গড় আয় হিসেবে দেখানো হয়। জনসাধারণের মাথাপিছু আয়ের ধারণা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায়।

নির্দিষ্ট সময়ের মোট দেশজ উৎপাদনকে (GDP) মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট সময়ের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন প্রকাশ করা যায়। আবার উপাদান দামে নিট জাতীয় উৎপাদন থেকে মাথাপিছু নিট আয় পাওয়া যায়। কোনো দেশের মাথাপিছু আয় চলতি দামে বা স্থির দামে হিসাব করা হয়। মাথাপিছু আয় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নির্দেশক। কোনো দেশে সুষম বন্টন

ব্যবস্থা বিরাজমান হলে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির পরিচায়ক।

মাথাপিছু আয় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নির্দেশক। কোনো দেশে সুষম বন্টন ব্যবস্থা বিরাজমান হলে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির পরিচায়ক।

নিচে বাংলাদেশ ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়ের তথ্য দেয়া হলো-

দেশ	মাথাপিছু আয় (ডলার)
বাংলাদেশ	১৯৬৮
ভারত	২০১০
পাকিস্তান	১৪৮২
মালয়েশিয়া	১১৩৭৩
জাপান	৩৯২৯০
যুক্তরাজ্য	৪২৯৪৫
যুক্তরাষ্ট্র	৬২৭৯৫

সূত্র : World Development Indicator, World Bank 2018

বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অনেক কম।

ক্রয়ক্ষমতার সাম্য ভিত্তিক জিডিপি (Purchasing power parity, PPP, based GDP)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করার জন্য বর্তমানে ক্রয়ক্ষমতার সাম্য (Purchasing power parity, PPP) ধারণা ব্যবহার করা হয় এবং তার ভিত্তিতে জিডিপিও দেখানো হয়।

একটি দেশের জিডিপি পরিমাপে সে দেশের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা চলতি দামস্তর অনুযায়ী হিসাব করা হয়। আবার জিডিপির প্রকৃত গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য জিডিপি ডিফ্লেটর ব্যবহার করা হয়। একটি নির্দিষ্ট বছরের দামস্তরকে স্থির ধরে তার সাপেক্ষে বিভিন্ন বছরের জিডিপি নির্ধারণের মাধ্যমে জিডিপির প্রকৃত প্রবৃদ্ধি চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু যখন আমরা বিভিন্ন দেশের জিডিপির মধ্যে একটি তুলনামূলক অবস্থা পর্যালোচনা করতে চাই তখন এসব পদ্ধতি যথেষ্ট হয় না। কেননা, একেকটি দেশ একেক মুদ্রা ব্যবহার করছে এবং বিভিন্ন দেশের দামস্তর বিভিন্ন রকম। তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই পণ্যসামগ্রী কিনতে যে ডলার প্রয়োজন, বাংলাদেশে তার চাইতে অনেক কম ডলার দিয়ে সেই পণ্যসামগ্রী কেনা সম্ভব। এই কারণে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করার জন্য বর্তমানে ক্রয়ক্ষমতার সাম্য (Purchasing power parity, PPP) ধারণা ব্যবহার করা হয় এবং তার ভিত্তিতে জিডিপিও দেখানো হয়। এতে বিভিন্ন দেশের পণ্য ও সেবাসমূহ তাদের নিজ নিজ বাজার বিনিময় হার-এর মধ্যে সীমিত না রেখে সেগুলোকে অভিন্ন হিসাবের আওতায় আনা হয়। এতে যেসব দেশে বাজার সম্পর্ক ছাড়াও অনেক অর্থনৈতিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চলছে সেসব দেশের আয়ে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। এর সবচাইতে কার্যকর উদাহরণ হলো চীন। চীনের প্রচলিত হিসাবে জাতীয় আয় দেখলে এটি হলো তথাকথিত দরিদ্র বা অনুন্নত দেশ, কিন্তু পিপিপি দিয়ে চীনের জিডিপি হিসাব করলে দেখা যায় এটি বিশ্বের তৃতীয় অবস্থানের দেশ, কোনো কোনো বছর দ্বিতীয়। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বোঝার জন্য তাই পিপিপি পদ্ধতি এখন খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়।

নিচের ছকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই, নিজের মুদ্রা দিয়ে একটি দেশের জিডিপি ও ক্রয়ক্ষমতার আন্তর্জাতিক তুলনার পিপিপি দিয়ে জাতীয় আয় পরিমাপে কত তফাৎ হয়।

বাজার বিনিময় হার ও পিপিপি দিয়ে জিডিপি পরিমাপের ভিন্ন চিত্র, ১৯৯৬

দেশের নাম	বাজার বিনিময় হার অনুযায়ী জিডিপি (বিলিয়ন ডলার) ১৯৯৪	ক্রয়ক্ষমতার সাম্য বিনিময় অনুযায়ী জিডিপি (বিলিয়ন ডলার) ১৯৯৪	বাজার বিনিময় হার অনুযায়ী মাথাপিছু জিডিপি (ডলার)	ক্রয়ক্ষমতার সাম্য বিনিময় হার অনুযায়ী মাথাপিছু জিডিপি (ডলার)
যুক্তরাষ্ট্র	৬৬৪৮	৬৬৪৮	২৬৯৮০	২৬৯৮০
জাপান	৪৫৯১	২৮০২		
চীন	৫২২	২৪৭৩	৬২০	২৯২০
জার্মানি	২০৪৬	১৫৫৮		
যুক্তরাজ্য	১০১৭	৯৯৭	১৮৭০০	১৯২৬০
ভারত			৩৪০	১৪০০
বাংলাদেশ	২৭.৬০	১৫৮.৭০	২৪০	১৩৮০

নিচের সারণীতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কয়েকটি সামষ্টিক উপাদানের অবস্থা দেখানো হয়েছে।

সারণী ১ : সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকা, অর্থবছর ঃ ২০০৮/০৯ থেকে ২০১৭/১৮

খাত/উপখাত	২০০৮/০৯	২০০৯/১০	২০১০/১১	২০১১/১২	২০১২/১৩	২০১৩/১৪	২০১৪/১৫	২০১৫/১৬	২০১৬/১৭	২০১৭/১৮
জিডিপি চলতি বাজার মূল্যে (বিলিয়ন টাকা)	৭০৫১	৭৯৭৫	৯১৫৮	১০৫৫২	১১৯৮৯	১৩৪৩৭	১৫১৫৮	১৭৩২৯	১৯৭৫৮	২২৫০৫
জিডিপি স্থির মূল্যে (বিলিয়ন টাকা)	৫৭৫১	৬০৭১	৬৪৬৩	৬৮৮৫	৭২৯৯	৭৭৪১	৮২৪৯	৮৮৩৫	৯৪৭৯	১০২২৪
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (স্থির মূল্যে)	৫.০৫	৫.৫৭	৬.৪৬	৬.৫২	৬.০১	৬.০৬	৬.৫৫	৭.১১	৭.২৫	৭.৮৬
মাথাপিছু জিডিপি (টাকা) (চলতি মূল্যে)	৪৮৩৫৯	৫৩৯৬১	৬১১৯৮	৬৯৬১৪	৭৮০০৯	৮৬২৬৬	৯৬০০৪	১০৮৩৭৮	১২২১৫২	১৩৭৫৭৮
জিডিপি'র তুলনায় শতকরা হার সঞ্চয়										
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২০.৩৩	২০.৮১	২০.৬২	২১.২	২২.০৪	২২.০৯	২২.১৬	২৪.৯৮	২৫.৩৩	২২.৮৩
জাতীয় সঞ্চয়	২৮.৬	২৯.৪৪	২৮.৮৮	২৯.৮৬	৩০.৫৩	২৯.২৩	২৯.০২	৩০.৭৭	২৯.৬৪	২৭.৪২
মোট বিনিয়োগ	২৬.২১	২৯.২৫	২৭.৪২	২৮.২৬	২৮.৩৯	২৮.৫৮	২৮.৮৯	২৯.৬৫	৩০.৫১	৩১.২৩
সরকারি	৪.৩২	৪.৬৭	৫.২৬	৫.৭৬	৬.৬৪	৬.৫৫	৬.৮২	৬.৬৬	৭.৪১	৭.৯৭
বেসরকারি	২১.৮৯	৩১.৫৭	২২.১৬	২২.৫	২১.৭৫	২২.০৩	২২.০৭	২২.৯৯	২৩.১০	২৩.২৬
খাতভিত্তিক জিডিপি (স্থির মূল্যে)										
কৃষি	১৮.৩৬	১৮.৩৮	১৮.০১	১৭.৩৮	১৬.৭৮	১৬.৫০	১৬.০০	১৫.৩৫	১৪.৭৪	১৪.২৩
শিল্প	২৬.৫৪	২৬.৭৮	২৭.৩৮	২৮.০৮	২৯.০০	২৯.৫৫	৩০.৪২	৩১.৫৪	৩২.৪২	৩৩.৬৬
সেবা	৫৫.১	৫৪.৮৩	৫৪.৬১	৫৪.৫৪	৫৪.২২	৫৩.৯৫	৫৩.৫৮	৫৩.১২	৫২.৮৫	৫২.১১
আমদানি	১৪৯৬৭২২	১৭৯৪৩২৪	২৬৫৯৪০৫	২৯৪২৭১০	৩১৪৪২০০	২৮২২৩১০	৩৬৭০৭০২	৩৮৬৯৩৪৯	৪৭১২৪৯৫	৫৫১১৬৪৪
রপ্তানি	৯৮৫৯৩১	১১৩৪৫৮৯	১৬২৯৭৩৩২২	১৭৬২২৮৮	২২৬৮৬০৭	২১২২৬০২	২৪০৮৮৫০	২৬৩৪৬৬৮	৩০০৩৮৩৭	৩০৮৭৯৩৬
বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (মিলিয়ন টাকা)	৫১৫৯৪৫	৭৪৭১২১	৮০৯৯৯৬	৮৪৮০৭১	১১৯০৮৯৬	১৬৬৯৬৬৬	১৯৬৪৯৭৪	২৩৬৫১৮৯	২৬৯৯৪৯২	২৭৫৮০৮২

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অর্থ বিভাগ

নোট : ক. জিডিপি'র ভিত্তি বছর ২০০৫/০৬

খ. ২০০০/০১ অর্থবছরের আমদানির ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।

গ. ২০০০/০১ অর্থবছরের রপ্তানির হিসাব উক্ত বছরের লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক।

ঘ. ২০০০/০১ অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির হার জুলাই '০০-মার্চ '০১-এর ৯ মাসের গড় ভিত্তিতে।

ঙ. ২০০০/০১ অর্থবছরের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ২০.০৩.২০০১ তারিখে।

নিচের ছকে ২০০৮/০৯ সাল থেকে ২০১৭/১৮ পর্যন্ত অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জিডিপি'র চিত্র ও খাতওয়ারি অবদান দেখা যায়।

সারণী ২ : চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও খাতওয়ারী অবদান

(কোটি টাকায়)

	খাত/উপখাত	২০১০/১১	২০১৩/১৪	২০১৫/১৬	২০১৬/১৭	২০১৭/১৮
১।	কৃষি ও বনজ	১২৫৪৬৮৬	১৬৩৯৬৮২	১৯০৩১৪৬	২০৫৩৯৮	২২৭৩৫২৫
	ক) শস্য ও শাকসবজি	৯১৯০২৮	১১৭৯০২৯	১৩৪৩২২২	৩	১৫৯১৭১১
	খ) পশু সম্পদ	২০১৭০৭	২৭৬৬৬৮	৩৩১৬৫৩	১৪৩৭০৪৫	৩৯৬২৪৬
	গ) বনজ সম্পদ	১৩৩৯৫২	১৮৩৯৮৫	২২৮২৭১	৩৬০২৬২ ২৫৬৬৭৬	২৮৫৫৬৮
২।	মৎস্য সম্পদ	২৮৪৮২০	৮২৩০৭৬	৫৩০৭৫৬	৫৯৬২৭০	৬৬৮৮২৩
৩।	খনিজ ও খনন	১৪২০৮৪	২১০৭৯৯	২৮৫৭৭৭	৩৪১২৭০	৩৮৮৮৩৭
	ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৬৮৪৫৬	৮১৫৫৭	১০৭০৫৯	১২০০২৫	১৩২৯৯৮
	খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৭৩৬২৮	১২৯২৪২	১৭৮৭১৮	২২১২৪৫	২৫৫৮৩৯
৪।	শিল্প (ম্যানুঃ)	১৪৬৫০২৭	২২৩২২০৭	২৯৫১১১০	৩৪১৮২৮৭	৪০৪১৪৪৩
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১১৬৪৫৩৩	১৮০৩৮১৮	২৪০১৬৪১	২৭৯২১৬৮	৩৩২৫৯৩
	খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩০০৪৯৪	৪২৮৩৮৯	৫৪৯৪৬৯	৬২৬১১৯	৮ ৭১৫৫০৫
৫।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১১৫৮৯৩	১৮৪০০৬	২৩৮২৯১	২৬২৪৩৫	২৯৩৩৬১
	ক) বিদ্যুৎ	৮৬৪৬০	১৩৮৩৩৫	১৮৪৪৬৫	২০৩৭০০	২২৭২৮১
	খ) গ্যাস	২৩৩৮৬	৩৬৭৫৯	৪২৭৯৩	৪৫৭৮৭	৫১৯৬০
	গ) পানি	৬০৪৮	৮৯১২	১১০৩৩	১২৯৪৮	১৪১১৯
৬।	নির্মাণ	৫৭০৭১৬	৯০৮৩৩৬	১২৬৩৫৩২	১৪৬১০৭৩	১৬৯৮৫৫০
৭।	পাইকারি ও খুচরা বিপণন	১২১৩৩১৯	১৭২৫৭৫২	২১৪২৫৭৪	২৪৩৯৫৮১	২৭৯৮২২৫
৮।	হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৮২২৮৩	১৩০৩৫৩	১৭০৫৮৩	১৯৩১৮২	২২১২১৮
৯।	পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৯৪৫৭১১	১৩৪৩১৬৬	১৬৯১৬৪৯	১৮৭০৭৫৫	২০৪৬৩০০
	ক) স্থলপথ পরিবহন	৬৮৭১৭১	৯৯৩১০৬	১২৭৮৯৪৯	১৪২৮০৮০	১৫৭০৩৮৪
	খ) পানিপথ পরিবহন	৬৯৩৪২	৮০৬৪৩	১০২০৬৫	১০৯৯৫৭	১১৬৯৭৮
	গ) আকাশপথ পরিবহন	৯৫৬৯	১১১৫৬	১৩৫১৬	১৩৯৮৫	১৪৭৫৭
	ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	৪৪১০০	৬৬৭১৬	৮০৩০৬	৮৭০৭৪	৯৯০৫৫
	ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৩৫৫২৮	১৯১৫৪৪	২১৬৮১৪	২৩১৬৫৯	২৪৭১২৫
১০।	আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	২৭৫৪৫৪	৪৮৫৬৩২	৬৩৬০১৩	৭৩২০৪৬	৮৩৭২৮৩
	ক) ব্যাংক	২১৫২২২	৪০৩৮৯৭	৫৩৭৮৯৬	৬২৩৮৯০	৭১৭৫৩৮
	খ) বীমা	৩৭৮৬২	৫৩৬৩৬	৬৩২৬৬	৬৮০৭৮	৭৩৪১৪
	গ) অন্যান্য	২২৩৭১	২৮১০০	৩৪৮৫১	৪০০৭১	৪৬৩৩০
১১।	রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৬০১১৯০	৯১২২৯১	১২৩৭৩৯৫	১৪৪৫৩৯২	১৬৬৪১৮৯
১২।	লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩০২৮২০	৪৪৭২৭৮	৬৬৭১১১	৭৮৪৪০৭	৯০২২৭৭
১৩।	শিক্ষা	২১৩৯২০	৩২৭৬৭৩	৪৬৫১২৪	৫৬৮৫৫৫	৬৪৪৭৭৮
১৪।	স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১৭৭৩১২	২৬৯২৩৮	৩৪৭৫৭৮	৩৮৯৮৬৭	৪৪০৬৪২
১৫।	কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১০৪৬০৭৭	১৫৬৫৫১৬	১৯৪২৪৭৮	২১৪২১২৭	২৩৬৩৭১৯
	আমদানি শুল্ক	৪৬৬৯৭৬	৬৩১৭৩৯	৮৫৫৫২১	১০৫৮৯২৩	১২২১৫৫৫
	চলতি বাজারমূল্যে জিডিপি	৯১৫৮২৮৮	১৩৪৩৬৭৪৪	১৭৩২৮৬৩৭	১৯৭৫৮১৫৪	২২৫০৪৭৯৩
	খাত/উপখাত	২০১০/১১	২০১৩/১৪	২০১৫/১৬	২০১৬/১৭	২০১৭/১৮

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

অর্থনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকরা শুধু অর্থনীতির বস্তুগত দ্রব্য ও সেবা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না, বরং এসব দ্রব্যাদির বিকল্প ব্যবহার ও বন্টন বিষয়ে আলোকপাত করে থাকে। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট দেশজ উৎপাদনকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-

- ভোগ (C)
- বিনিয়োগ (I)
- সরকারি ব্যয় (G)
- নিট রপ্তানি (NX)
- জিডিপিকে Y ধরলে দাঁড়ায়

$$Y=C+I+G+NX$$

সুতরাং, জিডিপি (Y) হলো ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় ও নিট রপ্তানির যোগফল।

জিডিপি (Y) হলো ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় ও নিট রপ্তানির যোগফল।

একটি পরিবার নিজের জন্য যে পরিমাণ বস্তুগত দ্রব্য ও সেবা কিনে থাকে তাকে ভোগ বলে। এই ভোগ আবার তিন ভাগে বিভক্ত। ক্ষণস্থায়ী দ্রব্য, স্থায়ী দ্রব্য এবং সেবা। ক্ষণস্থায়ী দ্রব্য হচ্ছে সেসব দ্রব্য যেগুলো খুব কম সময়ের জন্য স্থায়ী, যেমন খাদ্যদ্রব্য ও জামা কাপড়। স্থায়ী দ্রব্যের দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়িত্ব থাকে, যেমন গাড়ি ও টেলিভিশন। আর সেবা দ্রব্য হচ্ছে সেগুলো যা কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভোক্তার জন্য করে থাকে। যেমন ডাক্তারের ফি, নাপিতের কাছে চুল কাটা।

বিনিয়োগ বলতে বোঝায় সেসব দ্রব্য যেগুলো ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কেনা হয়। বিনিয়োগও তিন ভাগে বিভক্ত। ব্যবসায়ের স্থায়ী বিনিয়োগ, আবাসী স্থায়ী বিনিয়োগ এবং ইনভেন্টরি বিনিয়োগ। ব্যবসায়ের স্থায়ী বিনিয়োগ হলো কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রীত কলকারখানার নতুন যন্ত্রপাতি। পরিবার বা ভূ-স্বামী যখন নতুন আবাস/বাড়ি কেনেন, তখন তাকে আবাসী স্থায়ী বিনিয়োগ বলে। অন্যদিকে ধরা যাক, একটি দেশে যে পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য প্রকৃতপক্ষে বিক্রি হয়, তারচেয়ে বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে। যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি হলো না (অর্থাৎ অবিক্রিত দ্রব্যের মজুদ) তা ইনভেন্টরি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হয়। চলতি বছরের GNP বা মোট উৎপাদন হিসাব করতে হলে সেই বছরের চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে ইনভেন্টরি পরিবর্তন সংযুক্ত করতে হবে অর্থাৎ বছরের শুরুতে ইনভেন্টরি ও বছরের শেষে ইনভেন্টরির মধ্যে পার্থক্য এক্ষেত্রে যুক্ত হবে।

সরকারি ব্যয় হলো রাষ্ট্র, সরকার বা স্থানীয় সরকার যে পরিমাণ বস্তুগত দ্রব্য ও সেবা কিনে থাকে। এই ভাগে অন্তর্ভুক্ত সামরিক যন্ত্র বা অস্ত্র, বড় রাস্তা এবং সরকারি কর্মচারীরা যে সেবা দিয়ে থাকে। তবে হস্তান্তর পাওনা (বেকার ভাতা, বয়স্ক ভাতা) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সর্বশেষ ভাগ হচ্ছে নিট রপ্তানি যা অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যের হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি দেশের নিট রপ্তানি হচ্ছে :

অন্য দেশে সকল বস্তুগত দ্রব্য ও সেবার রপ্তানির মোট মূল্য	___	বিদেশীরা সেই দেশে যেসব বস্তুগত দ্রব্য ও সেবা দেয় তার মোট মূল্য

নিট রপ্তানি দিয়ে প্রকাশ পায়, বিদেশী দ্রব্য ও সেবা ক্রয় বাবদ নিট ব্যয় যা দেশীয় উৎপাদকদের আয়ের যোগান হিসেবে গণ্য হয়।

সুতরাং নিট রপ্তানি দিয়ে প্রকাশ পায়, বিদেশী দ্রব্য ও সেবা ক্রয় বাবদ নিট ব্যয় যা দেশীয় উৎপাদকদের আয়ের যোগান হিসেবে গণ্য হয়।

জিডিপি বনাম জিএনপি

একটি অর্থনীতিতে প্রত্যেকের মোট আয়কে জিডিপি বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই 'প্রত্যেকের' মধ্যে কে বা কারা অন্তর্ভুক্ত? সেসব বাংলাদেশী যারা বিদেশে কর্মরত? সেসব বিদেশী যারা এদেশে কাজ করছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের জিডিপির সঙ্গে জিএনপি'র তুলনা করা উচিত। যেমন-

- জিডিপি হলো দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত মোট আয়। দেশের অভ্যন্তরে বিদেশীদের অর্জিত আয় জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু দেশের জনগণের বিদেশে অর্জিত আয় জিডিপিতে যোগ হবে না।
- জিএনপি হলো একটি নির্দিষ্ট দেশের জনগণের (দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত) মোট আয়। এখানে বিদেশে উপার্জিত দেশে জনগণের আয় অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বিদেশীদের অর্জিত আয় বাদ দেয়া হয়।

উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে জিডিপি ও জিএনপি'র মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। মনে করি, বাংলাদেশের নাগরিক প্রকৌশলী জনাব আহমেদ কবির দুই বছরের জন্য চাকরি নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে গিয়েছেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থানকালে যে আয় করবেন, সেটা ঐ দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) অন্তর্ভুক্ত হবে, কেননা এই আয় দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এই আয় সংযুক্ত আরব আমিরাতের মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) অন্তর্ভুক্ত হবে না, কেননা

জনাব কবির সংযুক্ত আরব আমিরাতের নাগরিক নন। একইভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কোনো নাগরিক যদি বাংলাদেশে কাজ করে, তাহলে তার আয় সংযুক্ত আরব আমিরাতের মোট জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু ঐ দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায়। একজন জাপানি নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে একটি এপার্টমেন্টের মালিক। ঐ বাড়ি থেকে তিনি যে ভাড়া পান সেটা যুক্তরাষ্ট্রের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) অংশ, কেননা তার এই আয় এই দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু ঐ ভাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) অন্তর্ভুক্ত হবে না, কারণ বাড়ির মালিক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের যদি জাপানে কোনো ফ্যাক্টরি থাকে তবে সেই ফ্যাক্টরি থেকে প্রাপ্ত মুনাফা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

যেসব অর্থনৈতিক তৎপরতা অর্থনীতির বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, মুনাফা, মুদ্রা সরবরাহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে কিন্তু জিডিপিতে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হয় না তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'কালো অর্থনীতি' বলে পরিচিত গোপন, বেআইনি অর্থনীতি।

জিডিপি হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদি

প্রচলিত জিডিপি হিসাব পদ্ধতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি বা বাজার অর্থনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তৎপরতাকে হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে না। যেসব অর্থনৈতিক তৎপরতা অর্থনীতির বিনিয়োগ কর্মসংস্থান, মুনাফা, মুদ্রা সরবরাহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে কিন্তু জিডিপিতে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হয় না তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'কালো অর্থনীতি' বলে পরিচিত গোপন, বেআইনি অর্থনীতি।

জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণার সম্পর্ক

মোট জাতীয় উৎপাদন
(-) মূলধনের ব্যবহার জনিত ব্যয়
= নিট জাতীয় উৎপাদন
(-) পরোক্ষ ব্যবসা-কর
(-) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হস্তান্তর ব্যয়
(-) সরকারি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি উদ্বৃত্ত
+ সরকারি ভর্তুকি
= জাতীয় আয় বা উপকরণ মূল্যে জাতীয় আয়
(-) কর্পোরেশনের অবশিষ্ট মুনাফা
(-) মুনাফা বা কর্পোরেট কর
(-) সামাজিক বীমার জন্য ব্যয়
(+) সরকারকর্তৃক প্রদত্ত নিট সুদ
+ ভোক্তাদের প্রদত্ত সুদ
= ব্যক্তিগত আয়
(-) ব্যক্তিগত কর
= ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য আয়
(-) ব্যক্তিগত সঞ্চয়
=ব্যক্তিগত ভোগব্যয়

সারসংক্ষেপ

জাতীয় আয়ের হিসাবের ক্ষেত্রে GNPসহ আরো কতগুলো ধারণা ব্যবহৃত হয়- মোট দেশজ উৎপাদন, নিট জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয়, ব্যক্তিগত আয় এবং ব্যয়যোগ্য আয়। জিডিপি হলো দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত মোট আয়। দেশের অভ্যন্তরে বিদেশীদের অর্জিত আয় জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু দেশের জনগণের বিদেশে অর্জিত আয় জিডিপিতে যোগ হবে না। জিএনপি হলো একটি নির্দিষ্ট দেশের জনগণের (দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত) মোট আয়। এখানে বিদেশে উপার্জিত দেশের জনগণের আয় অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বিদেশীদের অর্জিত আয় বাদ দেয়া হয়। মাথাপিছু আয় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নির্দেশক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করার জন্য বর্তমানে ক্রয়ক্ষমতার সাম্য (Purchasing power parity, PPP) ধারণা ব্যবহার করা হয় এবং তার ভিত্তিতে জিডিপিও দেখানো হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. মোট দেশজ উৎপাদনে
   ক. বিদেশ থেকে অর্জিত সম্পত্তি খাতে নিট আয় যোগ করতে হবে।
   খ. দেশে কর্মরত বিদেশীদের আয় বাদ দিতে হবে।
   গ. পরোক্ষ কর বিয়োগ করতে হয়।
   ঘ. দেশে উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবা যোগ করতে হবে।

২. হস্তান্তর পাওনা হচ্ছে :
   ক. বেকার ভাতা
   খ. ডাক্তারের ফি
   গ. নতুন বাড়ি
   ঘ. গাড়ি

৩. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়
   ক. ১০০ ডলার
   খ. ৩৮২ ডলার
   গ. ৩০০ ডলার
   ঘ. ১০০০ ডলার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্যক্তিগত আয় বলতে কি বোঝায়?

২. ব্যয়যোগ্য আয় কি? ব্যক্তিগত আয় ১০০০ টাকা, ব্যক্তিগত আয়কর ১০০ টাকা, ভোগ ব্যয় ৬০০ টাকা, প্রদত্ত সুদ ৩০ টাকা এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় ৬০ টাকা। ব্যয়যোগ্য আয় কত হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাথাপিছু আয় কি? বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচনা করুন।

২. জিডিপি ও জিএনপি বলতে কি বোঝায়? পার্থক্যসহ ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. ঘ ২. ক ৩. খ

পাঠ-২

জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ
- দ্বিখাত ভিত্তিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ
- তিন খাত ভিত্তিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ
- চার খাত ভিত্তিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয় পরস্পর সমতা সূত্রে আবদ্ধ। অর্থনীতিতে পরিবার একটি খাত হিসেবে চিহ্নিত করলে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ভিন্ন একটি খাত হিসেবে চিহ্নিত করলে এদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে তা থেকে জাতীয় আয় ও ব্যয়ের চক্রাকার প্রবাহ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। সাধারণত পরিবারসমূহ সব উপাদানের মালিক। পরিবার শ্রম, মূলধন, ভূমি ও সংগঠনের যোগান দিয়ে থাকে। এসব উপাদানের ব্যবহারের ক্ষেত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (Firm)। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ এসব উপাদান ব্যবহার করে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদন করে। উপাদান ব্যবহার করতে গিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উপাদান মূল্য হিসেবে মজুরি, সুদ, খাজনা, মুনাফা হিসেবে পরিবারকে মূল্য প্রদান করবে। উপাদান বাজারে উপাদানসমূহ বিক্রি থেকেই উপাদান মূল্য সৃষ্টি হয়, যা জাতীয় আয় হিসেবে পরিচিত। আবার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ পরিবারের কাছে বিক্রি করে। এসব দ্রব্য ও সেবাসমূহের মূল্য পরিবারসমূহ পরিশোধ করবে যা ভোগ ব্যয় নামে পরিচিত। ১.১ নং নিচের চিত্রে উপরের অংশে (Upper Loop) দ্রব্য বাজার এবং নিচের অংশে (Lower Loops) উপাদান বাজার দেখানো হয়েছে। পরিবারসমূহ উপাদানের যোগান দেয় ফার্মের কাছে যা নিচের অংশে (Lower Loops) উপরের লাইনে দেখানো হয়েছে। ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসমূহ পরিবারের কাছে বিক্রি করা হয় যা উপরের অংশে (Upper Loops), নিচের লাইনে (Lower Line) দেখানো হয়েছে।

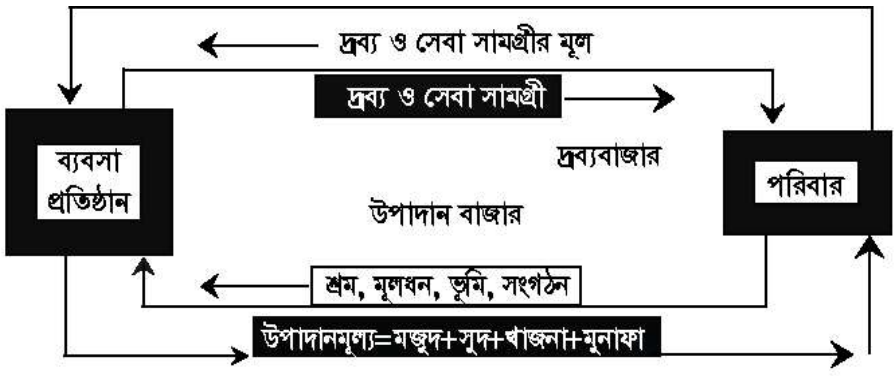

চিত্র ১.১

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ উপাদান ব্যবহারের বিনিময়ে পরিবারসমূহকে মূল্য প্রদান করে (মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফা) যা নিচের অংশে (Lower Loops) নিচের লাইনে (Lower Line) দেখানো

হয়েছে। এখানে মোট জাতীয় আয় হল Y=মজুরি+সুদ+খাজনা+মুনাফা। অন্যদিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী পরিবারের কাছে বিক্রি করে যা পরিবারসমূহ ভোগ ব্যয় বাবদ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূল্য প্রদান করে যা উপরের অংশে (Upper Loops), উপরের লাইনে (Upper Line) দেখানো হয়েছে। চিত্রে বাইরের লাইনে অর্থের প্রবাহ দেখানো হয়েছে এবং ভিতরের লাইনে প্রকৃত উপাদান ও দ্রব্যসেবার প্রবাহ দেখানো হয়েছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় ও আমদানি ও রপ্তানি ব্যতিরেকে কোনো অর্থনীতিতে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়= মোট জাতীয় ব্যয় হবে।

মোট জাতীয় উৎপাদন=দ্রব্য ও সেবা × দাম

অতএব, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয়, আমদানি ও রপ্তানি ব্যতিরেকে কোনো অর্থনীতিতে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়= মোট জাতীয় ব্যয় হবে।

জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ব্যাখ্যা করার আগে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা নেয়া যাক। চক্রাকার প্রবাহ অনুযায়ী, সামগ্রিক যোগান হচ্ছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উৎপাদিত ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা বা তার বাজার মূল্য এবং সামগ্রিক চাহিদা হলো পরিবারবর্গ কর্তৃক ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার মোট চাহিদা। যেহেতু

ভারসাম্য জাতীয় আয় : সামগ্রিক যোগান=সামগ্রিক চাহিদা

মনে করুন, ব্যক্তিবর্গ তাদের আয়ের একটা অংশ সঞ্চয় করে অথবা আয়কর এবং কর্পোরেট কর (ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর অর্পিত কর) হিসাবে সরকারকে প্রদান করে। স্পষ্টতই এক্ষেত্রে সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগানের চেয়ে কম হবে। এর অর্থ হচ্ছে, উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর একটি অংশ অবিক্রিত থেকে যাবে। সুতরাং সঞ্চয় এবং কর হচ্ছে এক ধরনের নির্গমন বা leakage যা জাতীয় আয়ের ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় আয় হ্রাস পায়। এর অন্যদিকও রয়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বাস্তবে শুধু ভোগ্যদ্রব্যই উৎপাদন করে না, মূলধনদ্রব্যও উৎপাদন করে। একইভাবে, পরিবারবর্গ তাদের সঞ্চিত অর্থ মূলধনদ্রব্য কিনে ব্যয় করতে পারে। অন্যদিকে করারোপের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ সরকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করতে পারে। কাজেই পরিবারবর্গের সঞ্চিত অর্থ মূলধন দ্রব্য ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ আকারে এবং সরকারকে দেয় কর সরকারি খরচের আকারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে ফিরে আসতে পারে। সুতরাং, বিনিয়োগ এবং সরকারি ব্যয় হচ্ছে এক ধরনের অন্তঃপ্রবাহ (Injection)। এর ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নির্গমন (leakage) এবং অন্তঃপ্রবাহ (Injection) সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি-

নির্গমন (leakage) হচ্ছে ফার্মসমূহ কর্তৃক ব্যক্তিবর্গকে প্রদত্ত আয়ের সেই অংশ যা পরিবারবর্গের ব্যয়ের মাধ্যমে ফার্মসমূহে ফিরে আসে না। অন্তঃপ্রবাহ (Injection) হচ্ছে ফার্মসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত পরিবারবর্গের আয়ের সেই অংশ যা পরিবারবর্গ বা সরকারের ব্যয়ের মাধ্যমে ফার্মে ফিরে আসে।

দ্বি-খাত ভিত্তিক অর্থনীততে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ :

আমরা দ্বি-খাত বা পরিবার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ব্যাখ্যা করেছি। প্রকৃত পক্ষে কোনো দেশের জনগণ শুধু ভোগই করে না কিছুটা সঞ্চয়ও করে। আবার মোট ব্যয় শুধু ভোগ ব্যয়ই হয় না বিনিয়োগ ব্যয় হিসেবেও হয়ে থাকে।

তাই মোট জাতীয় আয় ও ব্যয় প্রবাহে নির্গমন (Leakage) ও অন্তঃপ্রবাহ (Injection) ঘটে থাকে। মোট জাতীয় আয়ের নির্গমন হল সঞ্চয় এবং মোট জাতীয় ব্যয়ে অন্তঃপ্রবেশ হল বিনিয়োগ। নিচের চিত্রে বিষয়টি দেখানো হল। লক্ষণীয়, ভোগ ব্যয় সম্পন্ন হওয়ার পর পরিবারসমূহের আয়ের একাংশ নির্গমন ঘটে সঞ্চয় হিসেবে, যা মূলধন বাজারে তথা আর্থিক খাতে অর্থ বাজারে জমা হবে।

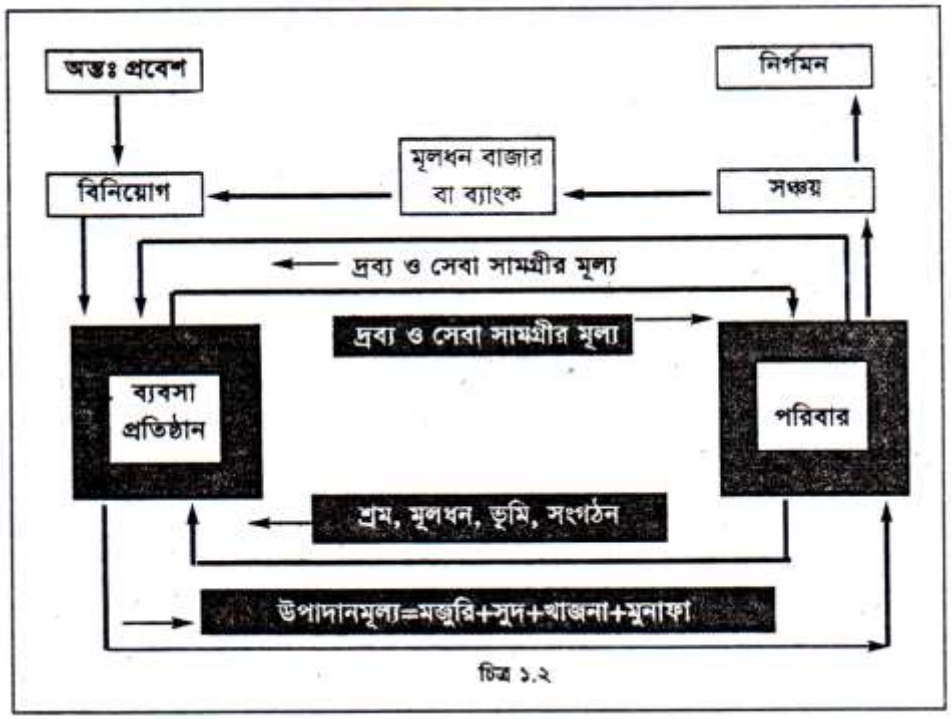

চিত্র ১.২

এই জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগকারীরা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগ করবে, যা অর্থনীতিতে অন্তঃপ্রবাহ (Inflow) ঘটাবে এবং মোট সঞ্চয়= মোট বিনিয়োগ হবে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণের আমানতের চেয়ে বেশি অর্থ সংগ্রহ করে এবং বিনিয়োগ করে তবে জাতীয় আয় বাড়তে থাকবে। অন্যদিকে সঞ্চয়ের চেয়ে কম বিনিয়োগ করলে জাতীয় আয় কমতে থাকবে।

গাণিতিকভাবে মোট জাতীয় আয় $Y=C+S=w+r+i+p$; যেখানে, C=ভোগ, S=সঞ্চয়, w=মজুরি, r=খাজনা, i=সুদ, I=বিনিয়োগ, p=মুনাফা

মোট জাতীয় ব্যয় $E=C+I$

আয় = ব্যয় শর্তে $Y=E$বা,$C+S=C+I$বা,$S=I$

এবার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণের আমানতের চেয়ে বেশি অর্থ সংগ্রহ করে এবং বিনিয়োগ করে তবে জাতীয় আয় বাড়তে থাকবে। অন্যদিকে সঞ্চয়ের চেয়ে কম বিনিয়োগ করলে জাতীয় আয় কমতে থাকবে। গাণিতিকভাবে $I>S$ হলে জাতীয় আয় বাড়বে, আবার $I<S$ হলে জাতীয় আয় কমবে।

ধরা যাক একটি দ্বিখাত অর্থনীতি, ব্যবসায় খাত থেকে ব্যক্তিবর্গ নিম্নোক্ত পাওনা পায় : মজুরি ৫২০ টাকা, সুদ ৩০ টাকা, খাজনা ১০ টাকা এবং মুনাফা ৮০ টাকা; ভোগ ব্যয় ৫৫০ টাকা এবং বিনিয়োগ ৯০ টাকা। এবার আমরা জানব (ক) উৎপাদনের বাজার মূল্য কত? পরিবারের সঞ্চয় কত? (খ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক কি হবে?

(ক) সকল পাওনা যোগ করে আমরা উৎপাদনের বাজার মূল্য পাই, মজুরি ৫২ টাকা+সুদ ৩০ টাকা+খাজনা ১০ টাকা+মুনাফা ৮০ টাকা=৬৪০ টাকা।

অথবা

ভোগ ৫৫০ টাকা+বিনিয়োগ ৯০ টাকা=৬৪০ টাকা।

পরিবারের সঞ্চয় হল; মোট উৎপাদন-ভোগব্যয়

= (৬৪০-৯০) টাকা

= ৫৫০ টাকা।
(খ) আমরা জানি, বিনিয়োগ ৯০ টাকা
সঞ্চয় ৯০ টাকা।

সুতরাং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান। একটি দ্বিখাত অর্থনীতিতে এটা সত্য, কারণ এখানে অন্তঃপ্রবাহ (Injection) এবং নির্গমন (leakage) সবসময় সমান হবে।

তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয় ও ব্যয়ের চক্রাকার প্রবাহ :

দ্বি-খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে (পরিবার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান) আমরা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের চক্রাকার প্রবাহ ব্যাখ্যা করেছি। যেখানে সরকারি হস্তক্ষেপ বিবেচনা করা হয়নি। সরকার অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করলে তাকে তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতি (পরিবার, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সরকার) বলা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য আলোচনা বহির্ভূত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় ও ব্যয়ের চক্রাকার প্রবাহ নিচে দেখানো হল। চিত্রে লক্ষণীয় যে সরকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর কর আরোপ করে যা সরকারি খাতে বা ট্রেজারিতে জমা হয়। একইভাবে পরিবারসমূহ সরকারকে যে কর প্রদান করে (আয়কর ও দ্রব্য কর) যা নির্গমন হিসেবে সরকারি ট্রেজারিতে জমা হয়। সরকার পরিবার থেকে কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থসমূহ পরিবারকে হস্তান্তর পাওনা হিসেবে ও সমাজসেবামূলক খাতে ব্যয় করে যা অন্তঃপ্রবাহ হিসেবে পরিবার খাতে আসে। একইভাবে সরকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিশোধ করা যা অন্তঃপ্রবাহ হিসেবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয় হিসাবে জমা হয়।

সরকার যদি প্রাপ্ত কর সম্পূর্ণ ব্যয় না করে তবে জাতীয় আয় হ্রাস পাবে। আবার করের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করলে (ঘাটতি বাজেট নীতি) জাতীয় আয় বাড়তে থাকবে।

অতএব GNP=C+I+G (ব্যয়ের প্রবাহে) এবং GNP=C+S+T(আয়ের প্রবাহে) ∴E=Yশর্তে C+I+G=C+S+T বা, I+G=S+T হবে। সরকার যদি প্রাপ্ত কর সম্পূর্ণ ব্যয় না করে তবে জাতীয় আয় হ্রাস পাবে। আবার করের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করলে (ঘাটতি বাজেট নীতি) জাতীয় আয় বাড়তে থাকবে।

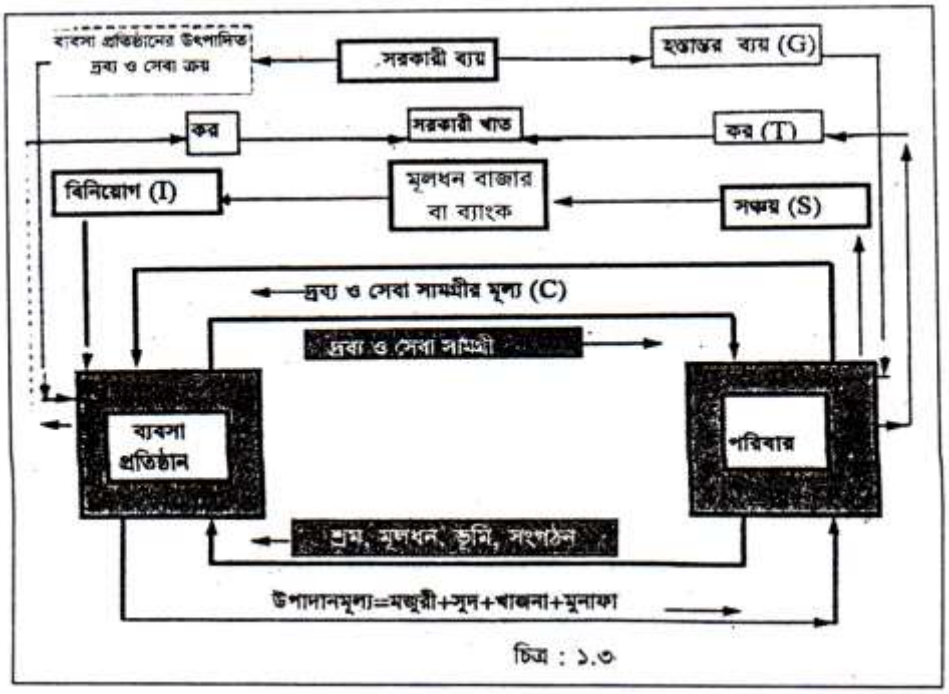

চিত্র : ১.৩

চার খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ :

উন্মুক্ত অর্থনীতিতে মোট জাতীয় আয় ও ব্যয়ের প্রবাহে আমদানি ও রপ্তানি চক্রাকার প্রবাহে যুক্ত হবে। পরিবারসমূহের মোট আয় থেকে আমদানি ব্যয় নির্গমন হবে এবং বিদেশী ব্যক্তি ও সরকার কর্তৃক পরিবারসমূহকে প্রদেয় হস্তান্তর পাওনা ও বিদেশ থেকে প্রদেয় হস্তান্তর ব্যয়ের নিট ফল অন্তঃপ্রবাহ ঘটবে। অনুরূপভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশী পণ্য ও সেবা ক্রয় বাবদ অর্থ ব্যয় করে যা নির্গমন হিসেবে চিহ্নিত।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশী সরকার বা জনগণের কাছ থেকে হস্তান্তর পাওনা পেতে পারে, যা জাতীয় আয়ে অন্তঃপ্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত। দেশীয় সরকার ও জনগণ বিদেশী সরকার ও জনগণকে হস্তান্তর পাওনা বাবদ অর্থ প্রদান করে যা জাতীয় উৎপাদনে নির্গমন নির্দেশ করে।

অন্যদিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে এবং হস্তান্তর পাওনা পেতে পারে যা আয়ের অন্তঃপ্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত হবে। চার খাত ভিত্তিক অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিবেচনা করা হয়। উন্মুক্ত অর্থনীতিতে দেশের পরিবারবর্গ বিদেশী পণ্য ও সেবা ক্রয় করে। আবার বিদেশ থেকে বিভিন্ন রকম হস্তান্তর পাওনা গ্রহণ করে। এখানে পরিবারের আমদানি ব্যয় হল নির্গমন (Leakage) এবং হস্তান্তর পাওনা হল অন্তঃপ্রবাহ (Inflow)। অন্যদিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশী পণ্য ও সেবা ক্রয় করে যে অর্থ প্রদান করে তা জাতীয় উৎপাদন থেকে নির্গমন ঘটে। আবার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদিত পণ্য বিশ্ব বাজারে বিক্রি করে রপ্তানি আয় পেয়ে থাকে যা জাতীয় উৎপাদনে অন্তঃপ্রবাহ ঘটে। অনুরূপভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশী সরকার বা জনগণের কাছ থেকে হস্তান্তর পাওনা পেতে পারে, যা জাতীয় আয়ে অন্তঃপ্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত। দেশীয় সরকার ও

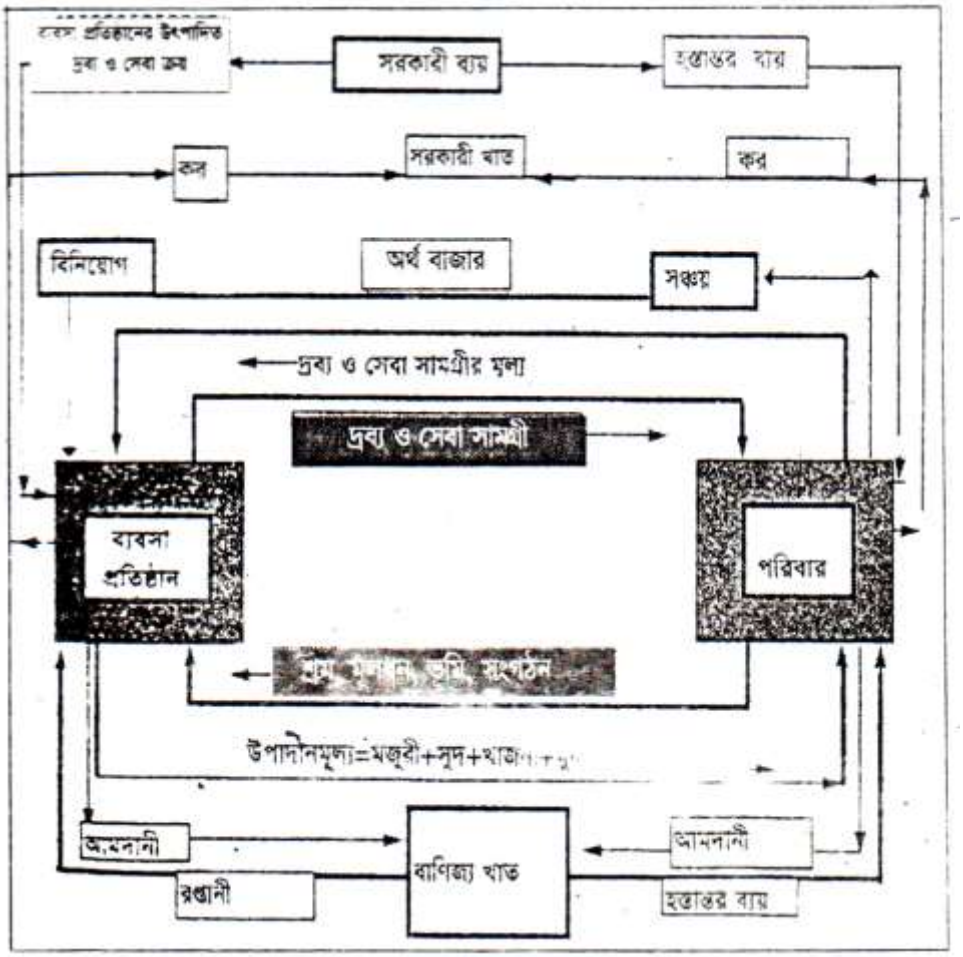

জনগণ বিদেশী সরকার ও জনগণকে হস্তান্তর পাওনা বাবদ অর্থ প্রদান করে। যা জাতীয় উৎপাদনে নির্গমন নির্দেশ করে। ১.৪ নং চিত্রের নিচের অংশ থেকে নিচের লাইনে লক্ষণীয় বাণিজ্য খাতে ফার্মের আমদানি ব্যয় এবং পরিবারের আমদানি ব্যয় ও হস্তান্তর পাওনা বাণিজ্য খাতে নির্গমন হয়। আবার ফার্মের উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি আয় এবং বিদেশী হস্তান্তর পাওনা যথাক্রমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও পরিবারে অন্তঃপ্রবাহ ঘটে।

সংক্ষেপে সবধরনের বৈদেশিক অন্তঃপ্রবাহ (Inflow) দ্বারা এবং সবধরনের বৈদেশিক নির্গমন (Leakages) দ্বারা প্রকাশ করলে-

মোট জাতীয় আয় = $C+S+T+R_{pf}$;

যেখানে R_{pf} হলো পরিবারবর্গ কর্তৃক বিদেশীদের প্রদত্ত হস্তান্তর পাওনা। অন্যদিকে

মোট জাতীয় উৎপাদন = $C+I_d+(X-M)+G$যেখানে X=রপ্তানি, M=আমদানি

যেখানেI_d হলো দেশীয় বিনিয়োগ। অতএব চক্রাকার প্রবাহে আয়ের প্রবাহ ও ব্যয়ের প্রবাহে সমতা স্থাপিত হবে-

$C+S+T+R_{pf}=C+I_d+(X-M)+G$

এখানে $X-M>0$ হলে জাতীয় আয় বাড়বে এবং $X-M<0$ হলে জাতীয় আয় কমবে।

সারসংক্ষেপ

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় ও আমদানি ও রপ্তানি ব্যতিরেকে কোনো অর্থনীতিতে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়= মোট জাতীয় ব্যয় হবে। দ্বি-খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ফার্ম সমূহ যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণের আমানতের চেয়ে বেশি অর্থ সংগ্রহ করে এবং বিনিয়োগ করে তবে জাতীয় আয় বাড়তে থাকবে। অন্যদিকে সঞ্চয়ের চেয়ে কম বিনিয়োগ করলে জাতীয় আয় কমতে থাকবে। তিনখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে সরকার যদি প্রাপ্ত কর সম্পূর্ণ ব্যয় না করে তবে জাতীয় আয় হ্রাস পাবে। আবার করের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করলে (ঘাটতি বাজেট নীতি) জাতীয় আয় বাড়তে থাকবে। চারখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ফার্মসমূহ বিদেশী সরকার বা জনগণের কাছ থেকে হস্তান্তর পাওনা পেতে পারে, যা জাতীয় আয়ে অন্তঃপ্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত। দেশীয় সরকার ও জনগণ বিদেশী সরকার ও জনগণকে হস্তান্তর পাওনা বাবদ অর্থ প্রদান করে যা জাতীয় উৎপাদনে নির্গমন নির্দেশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. জাতীয় আয়ের সরল চক্রাকার প্রবাহে
   ক. সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়
   খ. বহির্বিশ্ব খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়
   গ. সরকার ও বহির্বিশ্ব খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না
   ঘ. উপরের কোনোটিই নয়

২. একটি বদ্ধ অর্থনীতিতে, তিন খাতবিশিষ্ট মডেলে-
   ক. পরিবারের সঞ্চয় নিট বিনিয়োগের সমান
   খ. পরিবারের সঞ্চয় মোট বিনিয়োগের সমান
   গ. পরিবারের সঞ্চয় এবং অবক্ষয়জনিত খরচের যোগফল হচ্ছে মোট বিনিয়োগ এবং সরকারি ব্যয়ের যোগফলের সমান।
   ঘ. পরিবারের সঞ্চয়, কর এবং অবক্ষয়জনিত খরচের যোগফল হচ্ছে মোট বিনিয়োগ এবং সরকারি ব্যয়ের যোগফলের সমান।

৩. কোনটি আয়ের বহির্গমন নির্দেশ করে-
   ক. সঞ্চয়
   খ. মজুরি
   গ. বিনিয়োগ
   ঘ. উপরের কোনোটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অন্তঃপ্রবাহ ও নির্গমন বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বিশ্লেষণ করুন।

২. একটি দেশের কয়েকটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক তথ্য (মিলিয়ন টাকায়) নিম্নরূপ-

শ্রমিকদের বেতন	৩০০০
ভূপতিদের আয়	১৫০০
সুদ	৬০০
মুনাফা	২০০
সঞ্চয়	৬০০
আয়কর	২০০
বিনিয়োগ	৭০০
সরকারি ব্যয়	৫০০
আমদানি ব্যয়	২০০
রপ্তানি আয়	৩০০
ভোগ ব্যয়	২০০০

   ক. উপর্যুক্ত প্রবাহগুলো জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহের সাহায্যে দেখায়-
   খ. আয় প্রবাহের মোট পরিমাণ কত?
   গ. আয়ের আগমনের মোট পরিমাণ কত?
   ঘ. আয়ের বহির্গমন কত?
   ঙ. আয়ের আগমন ও বহির্গমনের মধ্যে তুলনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. গ ২. ঘ ৩. ঘ

পাঠ-৩

প্রকৃত ও আর্থিক মোট দেশজ উৎপাদন

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন কি
- আর্থিক মোট দেশজ উৎপাদন কি
- বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রকৃত ও আর্থিক মোট দেশজ উৎপাদন

মোট দেশজ উৎপাদন একটি অর্থনীতির সব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্যকে বোঝায়। মনে করি, কোনো দেশ একটিমাত্র দ্রব্য যেমন পাউরুটি উৎপাদন করে। এই অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদন হচ্ছে উৎপাদিত পাউরুটির মোট মূল্য। অর্থাৎ

মোট দেশজ উৎপাদন = পাউরুটির দাম × পাউরুটির সংখ্যা

চলতি বাজারমূল্যে প্রকাশিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণকে আর্থিক মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

মূল্য বা দ্রব্যের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে মোট দেশজ উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। মোট দেশজ উৎপাদন যেভাবে হিসাব করা হয়, সেটা অর্থনৈতিক কল্যাণের ভালো পরিমাপক নয়। অর্থাৎ অর্থনীতি পরিবার, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের চাহিদাকে পূরণ করতে পারছে কিনা অথবা কিভাবে পারছে, এগুলো এই পরিমাপকের মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। দ্রব্যের পরিমাণের কোনো পরিবর্তন ছাড়া যদি দাম দ্বিগুণ হয় তবে মোট দেশজ উৎপাদনও দ্বিগুণ হতে পারে। এই পরিবর্তন থেকে এটা মনে করা ভুল হবে যে, সামগ্রিক অর্থনীতির চাহিদা পূরণের ক্ষমতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ দ্রব্যের উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ একই আছে। চলতি বাজারমূল্যে প্রকাশিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণকে আর্থিক মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

প্রকৃত GDP বলতে স্থির বাজারমূল্যে প্রকাশিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণকে বোঝায়।

অর্থনৈতিক কল্যাণের একটি ভালো পরিমাপক দ্রব্যের দামের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হবে না। এ কারণে, অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক কল্যাণ নির্ণয়ে প্রকৃত GDP ব্যবহার করে থাকেন। প্রকৃত GDP বলতে স্থির বাজারমূল্যে প্রকাশিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণকে বোঝায়। ধরা যাক ১৯৯২ সালে উৎপাদিত পাউরুটির সংখ্যা ৫০০টি এবং প্রতিটি পাউরুটির দাম ২০ টাকা। সুতরাং ১৯৯২ সালের সেই দেশের প্রকৃত GDP হলো-

প্রকৃত GDP = (পাউরুটির দাম × পাউরুটির উৎপাদন)
= ২০ × ৫০০ = ১০,০০০ টাকা।

যেহেতু একটি অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদনের পরিমাণের ওপর জনসাধারণের অর্থনৈতিক সন্তুষ্টি নির্ভর করে, সেহেতু আর্থিক GDP থেকে প্রকৃত GDP অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য অধিকতর উৎকৃষ্ট পরিমাপক।

এখন মনে করি, ১৯৯৮ সালে পাউরুটির দামের কোনো পরিবর্তন হয়নি, পাউরুটির উৎপাদন বেড়েছে ৬০০টি। ১৯৯২ সালের বাজার মূল্যে ১৯৯৮ সালের প্রকৃত GDP হলো-

প্রকৃত GDP = (১৯৯২ সালের পাউরুটির দাম × ১৯৯৮ সালের পাউরুটির উৎপাদন)
= ২০×৬০০
= ১২,০০০ টাকা।

মূল্য স্থির ধরে শুধু উৎপাদনের পরিবর্তন হলে প্রকৃত GDP-র পরিবর্তন হবে। যেহেতু একটি অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদনের পরিমাণের উপর জনসাধারণের অর্থনৈতিক সন্তুষ্টি নির্ভর করে, সেহেতু আর্থিক GDP থেকে প্রকৃত GDP অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য অধিকতর উৎকৃষ্ট পরিমাপক।

১.৫ নং চিত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৬৬-১৯৯৬ সালের প্রকৃত জিডিপি দেখানো হয়েছে। ১৯৯২ সালের স্থির মূল্যে জিডিপি থেকে দামের পরিবর্তনের প্রভাবকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ১৯৯২ সালের হিসাবে ১৯৬৬ সালের প্রকৃত জিডিপি ৩০৬০.২ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৬৯৯৩.৩ বিলিয়ন ডলার হয়েছিল। অর্থাৎ এ সময়ে মোট উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। এই বৃদ্ধিতে এমন সময়ও অন্তর্ভুক্ত আছে যখন উৎপাদন কমে গিয়েছিল। সামষ্টিক অর্থনীতির দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মন্দা। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলো প্রকৃত উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং মন্দা হলো প্রকৃত জিডিপির হ্রাস, যা মাঝে মাঝে ঘটে।

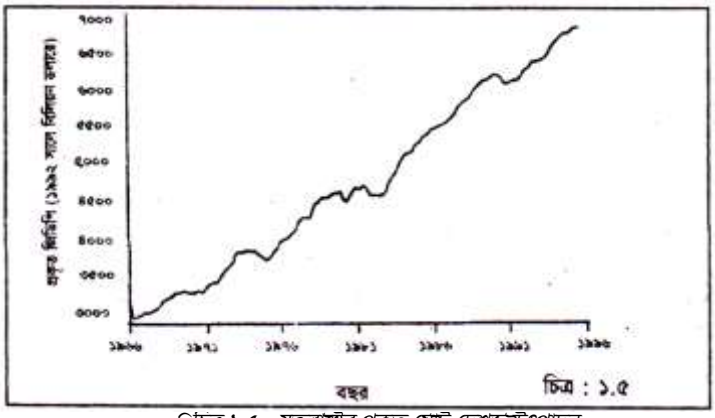

চিত্র-১.৫: যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন

আগে আমরা উল্লেখ করেছি যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলো সময়ের সঙ্গে প্রকৃত জিডিপির বৃদ্ধি। একটি অর্থনীতির উৎপাদন করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে তখনই যখন মূলধনীকরণ এবং প্রযুক্তির পরিবর্তন হবে যা শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে ত্বরান্বিত করবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ কারণে যে এটা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুধু শ্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিই করে না, বরং সমাজে বসবাসকারী যারা কাজ করতে অক্ষম তাদের নিজেদের দেখাশুনার অবস্থা সৃষ্টি করে।

১.৬ নং চিত্রে ১৯৫৯-১৯৯৫ সালের যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি হলো প্রকৃত জিডিপি দিয়ে কোনো দেশের জনসংখ্যার ভাগফল। যেহেতু মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি ব্যক্তির উন্নতির পরিমাপক, সেহেতু মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে প্রকাশ করা যায়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে ১৯৫৯ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। যেমন, ১৯৫৯ সালে ১২,৪৪১ ডলার থেকে বেড়ে ১৯৯৫ সালে ২৫,৭৬৩ ডলার হয়েছে। মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপির এই বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক সঙ্গতিকে দ্বিগুণ করেনি, কিন্তু অধিকাংশ জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মানের সামগ্রিক উন্নয়ন এনেছিল।

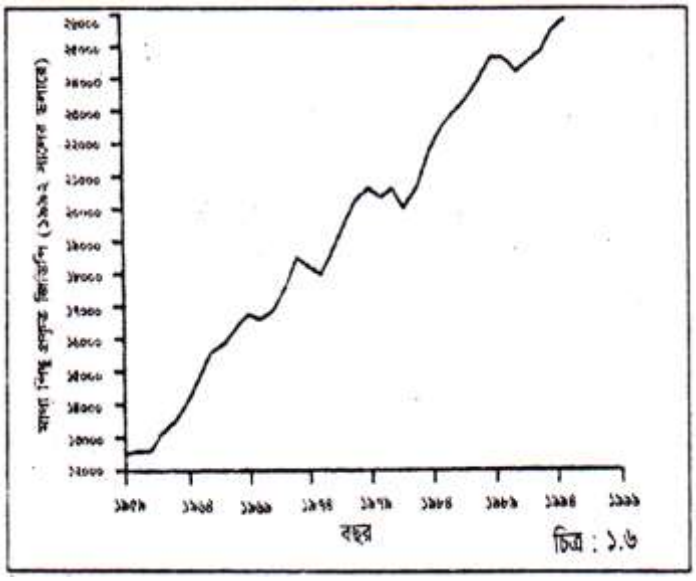

স্থিরমূল্যে ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জিডিপি'র খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধি হার সারণী ৩-এ পরিবেশিত হয়েছে। ২০০০/০১ অর্থবছরে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি ৩.৯৯% প্রাক্কলন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ১৯৯৯/০০ ও ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.৯২% ও ৩.২৪%। ভয়াবহ বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ায় আউশ ও আমন মৌসুমের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে শস্য উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৩.১১% যা ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে ছিল ১.০৫%। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সরকারের গৃহীত কর্মসূচির জন্য ২০০০/০১ অর্থবছরের আমন ও বোরোর ফসল উৎপাদন আশানুরূপ হয়েছে এবং আউশ মৌসুমের ফসলও আশানুরূপ হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। ২০০০/০১ অর্থবছরে ফসলখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪.১০%-এর তুলনায় ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে বনজসম্পদ ও পশুসম্পদ উপখাতসমূহেরও প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পায়।

সারণী ৩ : মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার (%)

	খাত/উপখাত	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১ (সাময়িক)
১।	কৃষি ও বনজ	৫.৫৭	১.৬৩	৩.২৪	৬.৯২	৩.৯৯
	ক) শস্য ও শাকসবজি	৬.৪৪	১.০৫	৩.১১	৮.১০	৪.১০
	খ) পশু সম্পদ	২.৫৮	২.৬৪	২.৬৯	২.৭৪	২.৮০
	গ) বনজ সম্পদ	৪.০৩	৪.৫১	৫.১৬	৪.৯৪	৫.০৭
২।	মৎস্য সম্পদ	৭.৬০	৮.৯৮	৯.৯৬	৮.৮৭	৮.৪০
৩।	খনিজ ও খনন	৩.৫৬	৫.৭৬	১.৩২	৯.৪৮	১০.৫৫
	ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	-০.৯৯	৮.৮০	-২.৪৬	১৪.৫৫	১৫.৭৪
	খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	১০.২৩	৭.০২	৬.১৮	৩.৪৭	৩.৭৬
৪।	শিল্প (ম্যানুঃ)	৫.০৫	৮.৫৪	৩.১৯	৪.৭৬	৯.১০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৩.৯৭	৯.২৮	৪.১৯	৪.৩৫	৯.৭৫
	খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৭.৭৫	৬.৭৭	০.৭৫	৫.৮০	৭.৪৬
৫।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১.৯৩	২.০১	৬.০০	৬.৭৮	৭.০২
	ক) বিদ্যুৎ	১.৯৮	১.৩০	৬.৭৫	৬.৮৭	৭.০৬
	খ) গ্যাস	১.৩৯	৫.৩০	০.৬৩	৫.৬১	৬.৪৪
	গ) পানি	২.৪৯	৭.২০	৬.৪৪	৮.০৬	৬.৫৭
৬।	নির্মাণ	৪.৬৪	৯.৪৮	৮.৯২	৮.৪৮	৭.৯৩
৭।	পাইকারী ও খুচরা বিপণন	৫.৪৮	৫.৯৮	৬.৫১	৭.৩০	৬.২৫
৮।	হোটেল ও রেস্তোরাঁ					
৯।	পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৫.৫০	৫.৬১	৫.৯০	৬.০৮	৬.২৫
	ক) স্থলপথ পরিবহন	৫.৪৪	৬.৭৫	৬.৬২	৬.৩২	৬.৩৭
	খ) পানিপথ পরিবহন	-০.৮৪	-০.৯২	১.৬০	১.৭৮	১.৯০
	গ) আকাশপথ পরিবহন	-১০.৬৮	১৬.৮৯	১৪.৪৬	১৬.৮০	১২.৫৩
	ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	০.৭২	৩.৩৬	৪.২৪	১৩.১৫	১৩.৯২
	ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২৫.৫৭	৭.৪২	৫.৯৬	৫.৫৭	৬.৮১
১০।	আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৫.১৪	৫.২৭	৫.৪০	৫.৫০	৫.৬৮
	ক) ব্যাংক	২.৩৪	৩.৪৯	৩.৮৫	৩.৮৭	৩.৯২
	খ) বীমা	১৩.২৮	১৪.৯৫	১৩.০৫	১৩.৫৯	১৩.১০
	গ) অন্যান্য	৪৫.৩৪	৬.৫০	৬.২০	৫.৫৪	৬.১২
১১।	রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৩.৫৪	৩.৮০	৩.০২	৩.৮৩	৩.৮৫
১২।	লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৫.৫০	৫.৯০	৫.৭০	৫.৯৭	৬.০৪
১৩।	শিক্ষা	৪.৭৭	৮.১০	৭.৭০	৭.৭৪	৭.১০
১৪।	স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৩.৯০	৪.৫৯	৪.৬০	৪.৮০	৪.৯১
১৫।	কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	২.৭৯	২.৮৫	২.৯৫	৩.০৬	৩.০৯
	আমদানি শুল্ক	৯.৬৩	২.৫৭	১.৯৭	১.৫৫	১০.২৪
	স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার (%)	৫.৩৯	৫.২৩	৪.৮৭	৫.৯৪	৬.০৪

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মৎস্যখাতে ২০০০/০১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হার ৮.৪০%-এ দাঁড়াবে বলে অনুমিত হচ্ছে যা ১৯৯৯/০০ ও ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৮.৮৭% ও ৯.৯৬%। কৃষি, মৎস্যখাত, বিদ্যুৎ ও গ্যাসখাত, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, ব্যাংক ও বীমাখাত ব্যতীত বন্যার কারণে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে অন্যান্য সব

খাতের প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরের তুলনায় কম হয়েছে। তবে ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে এ সব খাতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০/০১ অর্থবছরে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমিত হচ্ছে। বন্যার কারণে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে শিল্পখাতের বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.১৯% ও ০.৭৫% যা ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৯.২৮% ও ৬.৭৭%। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে এ উপখাতসমূহের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.৩৫% ও ৫.৮০%। ২০০০/০১ অর্থবছরে এ উপখাতে প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৯.৭৫% ও ৭.৪৬% দাঁড়াবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

সারণী ৪ : মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এ খাতওয়ারি অবদানের হার (%)

(১৯৯৫/৯৬ সালের মূল্যে)

	খাত/উপখাত	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১ (সাময়িক)
১।	কৃষি ও বনজ	২০.৩৯	১৯.৬৭	১৯.৩৫	১৯.৪৯	১৯.১১
	ক) শস্য ও শাকসবজি	১৫.২১	১৪.৫৯	১৪.৩৩	১৪.৫৯	১৪.৩২
	খ) পশু সম্পদ	৩.২৭	৩.১৯	৩.১২	৩.০২	২.৯৩
	গ) বনজ সম্পদ	১.৯১	১.৮৯	১.৯০	১.৮৮	১.৮৬
২।	মৎস্য সম্পদ	৫.৪৮	৫.৬৭	৫.৯৩	৬.০৯	৬.২২
৩।	খনিজ ও খনন	১.০৩	১.০৩	১.০০	১.০৩	১.০৭
	ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৪	০.৫৮	০.৬৪
	খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৪৫	০.৪৫	০.৪৬	০.৪৫	০.৪৪
৪।	শিল্প (ম্যানুঃ)	১৫.৪১	১৫.৮৮	১৫.৬০	১৫.৪০	১৫.৮৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১০.৮৮	১১.২৯	১১.২০	১১.০১	১১.৩৯
	খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৪.৫৩	৪.৫৯	৪.৪০	৪.৩৯	৪.৪৫
৫।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১.৪৬	১.৪১	১.৪২	১.৪৩	১.৪৫
	ক) বিদ্যুৎ	১.২৩	১.১৮	১.২০	১.২১	১.২২
	খ) গ্যাস	০.২৭	০.১৭	০.১৬	০.১৬	০.১৬
	গ) পানি	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৬
৬।	নির্মাণ	৭.১২	৭.৩৯	৭.৬৭	৭.৮৪	৭.৯৮
৭।	পাইকারি ও খুচরা বিপণন	১২.৯৪	১৩.০২	১৩.২১	১৩.৩৫	১৩.৩৮
৮।	হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.৬১	০.৬২	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৪
৯।	পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৯.১০	৯.১৩	৯.২১	৯.২০	৯.২২
	ক) স্থলপথ পরিবহন	৬.৪৫	৬.৫৪	৬.৬৪	৬.৬৫	৬.৬৭
	খ) পানিপথ পরিবহন	১.৩৫	১.২৭	১.২৩	১.১৮	১.১৩
	গ) আকাশ পথ পরিবহন	০.১৩	০.১৫	০.১৬	০.১৮	০.১৯
	ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	০.৩৫	০.৩৪	০.৩৪	০.৩৬	০.৩৯
	ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	০.৮২	০.৮৩	০.৮৪	০.৮৩	০.৮৪
১০।	আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১.৫৮	১.৫৭	১.৫৮	১.৫৭	১.৫৭
	ক) ব্যাংক	১.২৮	১.২৬	১.২৪	১.২২	১.১৯
	খ) বীমা	০.২৩	০.২৫	০.২৭	০.২৮	০.৩০
	গ) অন্যান্য	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭
১১।	রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৯.৩১	৯.১৮	৯.০৭	৮.৮৮	৮.৬৯
১২।	লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৫২	২.৫৪	২.৫৫	২.৫৫	২.৫৫
১৩।	শিক্ষা	২.০৬	২.১২	২.১৭	২.২০	২.২২
১৪।	স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.২৫	২.২৩	২.২৩	২.২০	২.১৭
১৫।	কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৮.৭৫	৮.৫৪	৮.৩৭	৮.১৩	৭.৯০
	জিডিপি	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সারণী ৪-এ জিডিপি খাতওয়ারি শতকরা অবদান পরিবেশিত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, খাতওয়ারি অবদানের কাঠামোগত বিবর্তনের ধারা অব্যাহত আছে। ২০০০/০১ অর্থবছরে কৃষি খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ১৯.১১% যা পূর্ববর্তী ১৯৯৯/০০ ও ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৯.৪৯% ও ১৯.৩৫%। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে ২০০০/০১ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৩.৩৮% যা ১৯৯৯/০০ ও ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৩.৩৫% ও ১৩.২১%। পরিবহন ও যোগাযোগ

খাতেও অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বন্যার কারণে শিল্প উৎপাদন খাতের অবদান ১৯৯৭/৯৮ উত্তর হ্রাস পেলেও ২০০০/০১ অর্থবছরে ১৫.৪৮% দাঁড়াবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

সারণী ৫-এ ২০০৮/০৯ থেকে ২০১৭/১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বছরওয়ারি দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। ২০০৮/০৯ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ছিল যথাক্রমে ২০.৩৩% ও ২৮.৬%। ২০১৬/১৭ অর্থবছর পর্যন্ত দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে জিডিপির ২৫.৩৩% ও ২৯.৬৪%। ২০১৭/১৮ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে জিডিপির ২২.৮৩% ও ২৭.৪২%-। বাংলাদেশের দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় এখনও নিম্নে। উচ্চমাত্রায় জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার অর্জনে পরবর্তী অর্থবছরসমূহে দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির জন্য বাস্তবমুখী রাজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণী ৫ : মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সঞ্চয়ের শতকরা হার

বছর	দেশজ সঞ্চয় জিডিপি'র শতকরা হার	জাতীয় সঞ্চয় জিডিপ'র শতকরা হার
২০০৮/০৯	২০.৩৩	২৮.৬
২০০৯/১০	২০.৮১	২৯.৪৪
২০১০/১১	২০.৬২	২৮.৮৮
২০১১/১২	২১.২	২৯.৮৬
২০১২/১৩	২২.০৪	৩০.৫৩
২০১৩/১৪	২২.০৯	২৯.২৩
২০১৪/১৫	২২.১৬	২৯.০২
২০১৫/১৬	২৪.৯৮	৩০.৭৭
২০১৬/১৭	২৫.৩৩	২৯.৬৪
২০১৭/১৮	২২.৮৩	২৭.৪২

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
নোট : ২০০০/০১ অর্থবছরের সঞ্চয় হিসাব সাময়িক

মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিনিয়োগের শতকরা হার (২০০৮/০৯ থেকে ২০১৭/১৮ পর্যন্ত সরকারি, বেসরকারি ও সামগ্রিক) সারণী ৬-এ প্রদর্শিত হয়েছে। ২০০৮/০৯ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ২১.৮৯%। এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারিখাতের বিনিয়োগের হার ছিল যথাক্রমে ৪.৩২% ও ২৬.২১%। ২০০৮/০৯ অর্থবছর থেকে জাতীয় বিনিয়োগ হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬/১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৩.১০%-এ উন্নীত হয়। এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারিখাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ৭.৪১% ও ৩০.৫১%। জাতীয় অর্থনীতি বেসরকারিমুখী সংস্কার হওয়ায় বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগসহ স্থানীয় অর্থায়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারিখাতে বিনিয়োগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৮ সালের বন্যার ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির জন্য জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস ও পুনর্বাসন ব্যয়ের জন্য সরকারি ও বেসরকারিখাতের সঞ্চয়ের হার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কম ছিল। তা সত্ত্বেও ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে জাতীয় বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৩.০২%। এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারিখাতের অবদান যথাক্রমে ৭.৪১% ও ১৫.৬১%। ২০০০/০১ অর্থবছরে জাতীয় বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.৬৩% এবং সরকারি ও বেসরকারিখাতের অবদান যথাক্রমে ৭.৯১% ও ১৫.৭২% হয়। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারিখাতে বিনিয়োগ হার এখনও নিম্নে। পরবর্তী অর্থবছরসমূহে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের নিমিত্তে জাতীয় বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী ও সহনশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণী ৬ : মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিনিয়োগের শতকরা হার

বছর	মোট বিনিয়োগ	সরকারি বিনিয়োগ	বেসরকারি বিনিয়োগ
২০০৮/০৯	২৬.২১	৪.৩২	২১.৮৯
২০০৯/১০	২৬.২৫	৪.৬৭	২১.৫৭
২০১০/১১	২৭.৪২	৫.২৬	২২.১৬
২০১১/১২	২৮.২৬	৫.৭৩	২২.৫০
২০১২/১৩	২৮.৩৯	৬.৬৪	২১.৭৫
২০১৩/১৪	২৮.৫৮	৬.৫৫	২২.০৩
২০১৪/১৫	২৮.৮৯	৬.৮২	২২.০৭
২০১৫/১৬	২৯.৬৫	৬.৬৬	২২.৯৯
২০১৬/১৭	৩০.৫১	৭.৪১	২৩.১০
২০১৭/১৮	৩১.২৩	৭.৯৭	২৩.২৬

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
নোট : ২০০০/০১ অর্থবছরের সঞ্চয় হিসাব সাময়িক

সারসংক্ষেপ

চলতি বাজারমূল্যে প্রকাশিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণকে আর্থিক মোট দেশজ উৎপাদন বলে। প্রকৃত GDP বলতে স্থির বাজারমূল্যে প্রকাশিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণকে বোঝায়। যেহেতু একটি অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদনের পরিমাণের ওপর জনসাধারণের অর্থনৈতিক সন্তুষ্টি নির্ভর করে, সেহেতু আর্থিক GDP থেকে প্রকৃত GDP অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য অধিকতর উৎকৃষ্ট পরিমাপক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. জাতীয় আয় হলো চলতি বাজার মূল্যে প্রকাশিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ- সত্য/মিথ্যা
২. আর্থিক জাতীয় আয় বাড়লে প্রকৃত জাতীয় আয় একই হারে বাড়বে- সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রকৃত জিডিপি বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার ও অবদানের হার বিশ্লেষণ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. সত্য ২. মিথ্যা

পাঠ-৪

মূল্য সূচক

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- ভোক্তার দাম সূচক কি
- উৎপাদকের দাম সূচক কি
- জিডিপি ডিফ্লেটর কি

ভোক্তার দাম সূচক (The Consumer Price Index, CPI)

কোনো একটি দ্রব্যের গুচ্ছ ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে ব্যয় হয়, তা পরিমাপ করা হয় ভোক্তার দাম সূচক দ্বারা।

কোনো একটি দ্রব্যের গুচ্ছ ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে ব্যয় হয়, তা পরিমাপ করা হয় ভোক্তার দাম সূচক দ্বারা। মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য ভোক্তার দাম সূচক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই সূচকে অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রব্যের (প্রায় সব দ্রব্যের) দাম বিবেচনা করা হয়। এই সূচকে দ্রব্যের পরিমাণ একই থাকে, এখানে আমদানি দ্রব্যের দাম অন্তর্ভুক্ত হয়।

নিচের সারণী তিনটিতে যথাক্রমে বাংলাদেশের জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক, সমগ্র নগর এলাকার ভোক্তা মূল্য সূচক ও সমগ্র গ্রামীণ এলাকার ভোক্তা মূল্য সূচক দেখানো হয়েছে-

সারণী ৭ : জাতীয় (National) ভোক্তা মূল্য সূচক
(ভিত্তি বছর : ১৯৮৫/৮৬=১০০)

খাতসমূহ	ভার (%)	৮৮/৮৯	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০
সাধারণ	১০০.০০	১৩১.৩০	১৩৬.৩৭	১৪৭.৭০	১৫৪.৪৪	১৫৮.৬৭	১৬৩.৮৭	১৭৮.৪০	১৯০.২৭	১৯৫.০৭	২০৮.৭০	২২৭.২৯	২৩৫.১৩
খাদ্য	৬৪.৪৭	১৩৩.৬৬	১৩৭.০৪	১৪৮.১১	১৫৪.৩০	১৫৭.১৭	১৬১.৮০	১৭৬.৭৭	১৮৯.১৩	১৯১.৮৫	২০৫.৮৫	২২৯.৭২	২৩৯.১৩
খাদ্য বহির্ভূত	৩৫.৫৩	১২৭.০২	১৩৫.১৫	১৪৬.৯৫	১৫৪.৬৯	১৬১.৩৮	১৬৭.৬৯	১৮১.৩৮	১৯১.৮৬	২০০.৯৯	২১৪.৪৬	২২৩.১০	২২৮.৯৫
বৃদ্ধির শতকরা হার													
সাধারণ		৮.৪০	৩.৮৬	৮.৩১	৪.৫৬	২.৭৪	৩.২৮	৮.৮৭	৬.৬৫	২.৫২	৭.০	৮.৯	৩.৪
খাদ্য		৮.৩৩	২.৫৩	৮.০৮	৪.১৮	১.৮৬	২.৯৫	৯.২৫	৬.৯৯	১.৮৪	৭.১	১১.৮	৪.১
খাদ্য বহির্ভূত		৮.৫৪	৬.৪০	৮.৭৩	৫.২৭	৪.৩২	৩.৯১	৮.১৬	৫.৭৮	৪.৭৬	৬.৭	৪.০	২.৬

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৮ : সমগ্র নগর এলাকার (All Urban) ভোক্তা মূল্য সূচক
(ভিত্তি বছর : ১৯৮৫/৮৬=১০০)

খাতসমূহ	ভার (%)	৮৮/৮৯	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০
সাধারণ	১০০.০০	১৩১.৪৯	১৩৭.১১	১৪৬.০৫	১৫৩.২৪	১৫৭.৭৪	১৬২.৭০	১৭৫.২৬	১৮৫.৯৬	১৯১.২৭	২০৪.৪১	২২২.৫৯	২২৯.৮৮
খাদ্য	৫৭.২৭	৩২.৩২	১৩৭.৭৫	১৪৬.৩৬	১৫৩.৯৫	১৫৮.২৫	১৬২.৮৮	১৭৫.২৭	১৮৮.২২	১৯১.৩৬	২০৬.৫৭	২৩৩.২২	২৪২.৬৫
খাদ্য বহির্ভূত	৪২.৭৩	১৩০.৩৮	১৩৬.২৫	১৪৫.৬৪	১৫২.২৮	১৫৭.০৬	১৬২.৪৬	১৭৫.২৫	১৮২.৯৩	১৯১.১৭	২০১.৫২	২০৮.৩৩	২১২.৭৭
বৃদ্ধির শতকরা হার													
সাধারণ		৯.৭৩	৪.২৭	৬.৫২	৪.৯২	২.৯৪	৩.১৪	৭.৭২	৬.১১	২.৮৬	৬.৭	৮.৯	৩.৩
খাদ্য		৮.৬৫	৮.১০	৬.২৫	৫.১৯	২.৭৯	২.৯৩	৭.৬১	৭.৩৯	১.৬৯	৭.৯	১২.৯	৪.০
খাদ্য বহির্ভূত		১১.২৫	৪.৫০	৬.৮৯	৪.৫৬	৩.১৪	৩.৪৪	৭.৮৩	৪.৩৮	৪.৫০	৫.৪	৩.৪	২.১

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৯ : সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (All Rural) ভোক্তা মূল্য সূচক

(ভিত্তি বছর : ১৯৮৫/৮৬=১০০)

খাতসমূহ	ভার (%)	৮৮/৮৯	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০
সাধারণ	১০০.০০	১৩১.৩৭	১৩৫.৯৪	১৪৮.০২	১৫৪.৪৭	১৫৮.১০	১৬৩.৬৬	১৭৯৩.০৬	১৯১.৫০	১৯৬.৩৫	২১০.১৫	২২৮.৮৮	২৩৬.৭৯
খাদ্য	৬৬.৯০	১৩৪.১১	১৩৬.৮০	১৪৮.৭০	১৫৪.৪২	১৫৬.৮০	১৬১.৪৩	১৭৭.৩৬	১৮৯.৬০	১৯২.৩১	২০৫.৮৪	২২৯.২৬	২৩৭.৯৪
খাদ্য বহির্ভূত	৩৩.১০	১২৫.৮৩	১৩৪.২০	১৪৬.৬৪	১৫৪.৫৬	১৬১.৭৮	১৬৮.১৬	১৮২.৪৮	১৯৫.৩৪	২০৪.৪৪	২১৮.৮৭	২২৮.১০	২৩৪.৪৬
বৃদ্ধির শতকরা হার													
সাধারণ		৮.০০	৩.৪৮	৮.৮৯	৪.৩৬	২.৩৫	৩.৫২	৯.৪১	৬.৯৫	২.৫৩	৭.০	৮.৯	৩.৫
খাদ্য		৮.২২	২.০১	৮.৭০	৩.৮৫	১.৫৪	২.৯৫	৯.৮৭	৬.৯০	১.৪৩	৭.০	১১.৪	৩.৮
খাদ্য বহির্ভূত		৭.৫১	৬.৬৫	৯.২৭	৫.৪০	৪.৬৭	৩.৯৪	৮.৫২	৭.০৬	৪.৬৫	৭.১	৪.২	২.৮

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

প্রাথমিক অবস্থায় বাণিজ্যিক লেনদেন পর্যায়ে যে দাম বিবেচিত হয়, সেই দামের ভিত্তিতে উৎপাদকের দাম সূচক হিসাব করা হয়ে থাকে।

উৎপাদকের দাম সূচক (The Producer Price Index, PPI) : প্রাথমিক অবস্থায় বাণিজ্যিক লেনদেন পর্যায়ে যে দাম বিবেচিত হয়, সেই দামের ভিত্তিতে উৎপাদকের দাম সূচক হিসাব করা হয়ে থাকে। এই সূচকে মধ্যবর্তী দ্রব্যের দামও বিবেচনা করা হয়। নীতিনির্ধারকগণের কাছে বাণিজ্য চক্রের ওঠা-নামার নির্দেশক হিসেবে এই সূচক অধিক গ্রহণযোগ্য।

নিচের সারণীতে তিনটি দ্রব্য X, Y ও Z-এর পাঁচ বছরব্যাপী দাম সম্পর্কিত তথ্য দেয়া আছে। এখন আমরা জানব প্রথম বছরকে ভিত্তি ধরে X দ্রব্যের দামসূচক (Price Index)

সারণী : (মূল্য টাকায়)

দ্রব্য	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর
X	১০.০০	১০.৮০	১১.৬৮	১২.৫৬	১২.৫৬
Y	১৮.০০	১৯.৬০	১৯.৬০	১৯.৬০	২১.৩৬
Z	১০.০০	১০.৮০	১১.৬৮	১০.৮০	১০.৮০

দামসূচক (P) দিয়ে নির্বাচিত ভিত্তি বছরের দাম এবং বিবেচ্য বছরের দাম, এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। চলতি বছরের দাম (Pc)কে ভিত্তি বছরের দাম (Pb) দিয়ে ভাগ করে এবং ১০০ দিয়ে গুণ করে দামসূচক পাওয়া যায়।

$$P=\frac{Pc}{Pb}\times 100$$

সুতরাং প্রথম বছরকে ভিত্তি বছর ধরে X দ্রব্যের দামসূচক হবে-

বছর	দাম সূচক = (Pc/Pb)	=	১০০
১	(১০.০০/১০.০০) × ১০০	=	১০০
২	(১০.৮০/১০.০০) × ১০০	=	১০৮
৩	(১১.৬৮/১০.০০) × ১০০	=	১১৬.৮
৪	(১২.৫৬/১০.০০) × ১০০	=	১২৫.৬
৫	(১২.৫৬/১০.০০) × ১০০	=	১২৫.৬

নিচের সারণীতে একটি দেশের বিভিন্ন বছরের ভোক্তার দাম সূচক (Consumer Price Index, CPI) ও জিএনপি ডিফ্লেটর-এর তথ্য দেয়া আছে। আমরা এবার জানব; CPI ও জিএনপি ডিফ্লেটর-এর ভিত্তিতে বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার কিভাবে নির্ণয় করা হয়।

বছর	CPI	GNP ডিফ্লেটর
১ম	২৫০.৬	২০০.০০
২য়	২৯৫.৪	২২৯.৮
৩য়	৩২২.৪	২৫১.৬

৪র্থ	৩৯০.৮	৩০০.৮
৫ম	৪৩৪.৮	৩২৬.৮
৬ষ্ঠ	৪৯২.৮	৩৫৭.২

CPI ও GNP ডিফ্লেটর উভয় ক্ষেত্রে বর্তমান সূচক থেকে আগের বছরের সূচক বিয়োগ করে বিয়োগফলকে আগের বছরের সূচক দিয়ে ভাগ করে এবং ১০০ দিয়ে গুণ করে মূল্যস্ফীতির হার পাওয়া যায়। এভাবে আমরা পাই-

বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার		
বছর	CPIদ্বারা পরিমাপকৃত	GNPডিফ্লেটর দ্বারা পরিমাপকৃত
১ম	[(২৯৫.৪-২৫০.৬)/২৫০.৬]×১০০=১৭.৯%	[(২২৯.৮-২০০)/২০০]×১০০=১৪.৯%
২য়	[(৩২২.৪-২৯৫.৪)/২৯৫.৪]×১০০=৯%	[(২৫১.৬-২২৯.৮)/২২৯.৮]×১০০=৯.৫%
৩য়	[৩৯০.৮-৩২২.৪)/৩২২.৪]×১০০=২১.২%	[(৩০০.৮-২৫১.৬)/২৫১.৬]×১০০=১৯.৫%
৪র্থ	[(৪৩৪.৮-৩৯০.৮)/৩৯০.৮]×১০০=১১.৩%	[(৩২৬.৮-৩০০.৮)/৩০০.৮]×১০০=৮.৬%
৫ম	[(৪৯২.৮-৪৩৪.৮)/৪৩৪.৮]×১০০=১৩.৩%	[(৩৫৭.২-৩২৬.৮)/৩২৬.৮]×১০০=৯.৩%

জিডিপি ডিফ্লেটর (GDP deflator) : আর্থিক ও প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন থেকে আমরা জিডিপি ডিফ্লেটর পরিমাপ করতে পারি। এটি অর্থনীতির একটিগড় দাম স্তর বা আর্থিক GDP ও প্রকৃত GDP-র অনুপাত, অর্থাৎ

$$\text{GDP ডিফ্লেটর} = \frac{\text{আর্থি ক GDP}}{\text{প্রকৃ ত GDP}}$$

আর্থিক ও প্রকৃত জিডিপি এবংGDP ডিফ্লেটর বুঝতে হলে আমরা এমন একটি অর্থনীতিকে বিবেচনা করি যেখানে একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদন হয় চিনি। যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে আর্থিক মোট দেশজ উৎপাদন হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎপাদিত চিনির মূল্য। অন্যদিকে প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদনে ভিত্তি বছরের মূল্যে চিনির বর্তমান উৎপন্ন মূল্য। জিডিপি ডিফ্লেটর হলো কোনো বছরের চিনির যে দাম রাখা হয় তার সঙ্গে ভিত্তি বছরের দামের অনুপাত। প্রকৃতপক্ষে একটি অর্থনীতিতে একাধিক দ্রব্য উৎপাদিত হয়। আর্থিক ও প্রকৃত দেশজ উৎপাদন ও জিডিপি ডিফ্লেটর বিভিন্ন রকম দাম ও পরিমাণের সমষ্টি। এমন একটি অর্থনীতিকে বিবেচনা করি যেখানে আম ও কলা উৎপাদিত হয়। মনে করি P ও Q হলো যথাক্রমে দাম ও পরিমাণ এবং '৯৯ হলো ভিত্তি বছর ১৯৯৯, জিডিপি ডিফ্লেটর হলো-

$$\text{জিডিপি ডিফ্লেটর} = \frac{(\text{P আম} \times \text{Q আম}) + (\text{P কলা} \times \text{Q কলা})}{(\text{P}^{99}\ \text{আম} \times \text{Q}^{99}\ \text{আম}) + (\text{P}^{99}\ \text{কলা} \times \text{Q}^{99}\ \text{কলা})}$$

উপরের সমীকরণে লসাগু আর্থিক জাতীয় উৎপাদন ও গসাগু প্রকৃত জাতীয় উৎপাদনকে প্রকাশ করে। আর্থিক ও প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন উভয়ই বর্তমানে উৎপাদিত আম ও কলার মূল্যের প্রকাশ। অন্যদিকে জিডিপি ডিফ্লেটর বর্তমান মূল্যের আম ও কলার পরিমাণের সঙ্গে ভিত্তি বছরের মূল্যের তুলনাকে বোঝায়। উল্লেখ্য, ভিত্তি বছর হলো সেই বছর যে বছর খরা, বন্যা, অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ছিল।

জিডিপি ডিফ্লেটর মুদ্রাস্ফীতির হারের সঙ্গে সম্পর্কিত। মুদ্রাস্ফীতির হার হল জিডিপি ডিফ্লেটরের পরিবর্তনের হার। মুদ্রাস্ফীতির হার হিসাবের জন্য জিডিপি ডিফ্লেটরের শতাংশ পরিবর্তনের হার পরিমাপ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৬ সালের GDP ডিফ্লেটর হলো ১.০০ এবং ১৯৯৭ সালের জিডিপি ডিফ্লেটর হলো ১.০৪ হয়, তাহলো ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার হবে-

$$\frac{\text{১৯৯৭ সালের জিডিপি ডিফ্লেটর-১৯৯৬ সালের জিডিপি ডিফ্লেটর}}{\text{১৯৯৬ সালেরজিডিপিডিফ্লেটর}}$$

$$= \frac{১.০৪-১.০০}{১.০০} = .০৪$$

শতকরা হারে প্রকাশ করলে .০৪×১.০০=৪%

যদি জিডিপি ডিফ্লেটর বাড়তে থাকে তবে মুদ্রাস্ফীতির হার ধনাত্মক হবে। যখন জিডিপি ডিফ্লেটর অপরিবর্তিত থাকে, তখন মুদ্রাস্ফীতির হার হবে শূন্য। আর

যদি জিডিপি ডিফ্লেটর বাড়তে থাকে তবে মুদ্রাস্ফীতির হার ধনাত্মক হবে। যখন জিডিপি ডিফ্লেটর অপরিবর্তিত থাকে, তখন মুদ্রাস্ফীতির হার হবে শূন্য। আর জিডিপি ডিফ্লেটর কমতে থাকলে মুদ্রাস্ফীতির হার হবে ঋণাত্মক। যখন মুদ্রাস্ফীতির হার ঋণাত্মক হবে, তখন অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যাবে, জিডিপি ডিফ্লেটর বাড়তে থাকবে। মুদ্রাস্ফীতির হার ঋণাত্মক হলে অর্থনীতিতে মুদ্রাসংকোচন দেখা দেবে এবং জিডিপি ডিফ্লেটর কমতে থাকবে।

সারসংক্ষেপ

কোনো একটি দ্রব্যের গুচ্ছ ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে ব্যয় হয়, তা পরিমাপ করা হয় ভোক্তার দাম সূচক দ্বারা। প্রাথমিক অবস্থায় বাণিজ্যিক লেনদেন পর্যায়ে যে দাম বিবেচিত হয়, সেই দামের ভিত্তিতে উৎপাদকের দাম সূচক হিসাব করা হয়ে থাকে। জিডিপি ডিফ্লেটর হলো আর্থিক GDP ও প্রকৃত GDP-এর অনুপাত। যদি জিডিপি ডিফ্লেটর বাড়তে থাকে তবে মুদ্রাস্ফীতির হার ধনাত্মক হবে। যখন জিডিপি ডিফ্লেটর অপরিবর্তিত থাকে, তখন মুদ্রাস্ফীতির হার হবে শূন্য। আর জিডিপি ডিফ্লেটর কমতে থাকলে মুদ্রাস্ফীতির হার হবে ঋণাত্মক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. ভোক্তার দাম সূচকে আমদানি দ্রব্যের দাম অন্তর্ভুক্ত হয়- সত্য/মিথ্যা

২. আর্থিক ও প্রকৃত জাতীয় আয়ের অনুপাতকে বলা হয়

ক. জাতীয় আয় ডিফ্লেটর খ. মুদ্রাস্ফীতি

গ. ক ও খ উভয়ই ঘ. উপরের কোনোটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভোক্তার দাম সূচক বলতে কি বোঝায়?

২. উৎপাদকের দাম সূচকের সংজ্ঞা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় ডিফ্লেটর কি? আর্থিক জাতীয় আয়ে এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

২. ক. নিচের সারণী থেকে ১৯৯২কে ভিত্তি বছর (base year) বিবেচনা করে দাম সূচক (Price index) নির্ণয় করুন।

(টাকায়)

বছর (Year)	দাম (Price)	দাম সূচক (Price index)
১৯৮৪	৪০	
১৯৮৮	৩২	
১৯৯২	৪৫	
১৯৯৬	৫৮	
২০০০	৬০	

খ. নিচের সারণীতে চলতি দামে GNP এবং ভিত্তি বছরের দামে GNP-এর তথ্য দেয়া আছে। এই তথ্য থেকে ১৯৯০কে ভিত্তি বছর বিবেচনা করে দামসূচক নির্ণয় করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. সত্য ২. ক